জীবন উন্মাদিনী

নাটক।

শ্রীজয়নাথ দাস প্রণীত।

কলিকাতা;

(সিমুলিয়া কাঁসারি পাড়া)

শ্রীকৃষ্ণদাস পালের লেনের ১ নং বাটীতে

হিতৈষী যন্ত্রে

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৭৮ সাল।

মূল্য ||০ আনা।

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

আর্য্য!

আমি বহু যত্ন ও পরিশ্রমে এই "জীবন উন্মাদিনী নাটকখানি রচনা করিয়া মহাশয়ের পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম। কৃপাবলোকনে একবার পাঠ করিলেই শ্রম সফল বোধে কৃতার্থ হইব।

বেশ্যাসক্তির দোষ এবং তন্নিবারণের উপায় অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র নাটক খানির রচনা করিয়াছি। বেশ্যাসক্তিতে ধন, মান ও বুদ্ধির ক্রমশঃ যেরূপ খর্ব্বতা ও বিষম শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়া থাকে, যথাসাধ্য বর্ণনা করিতে ত্রুটি করি নাই। ইহার আনুষঙ্গিক এবং দেশাচার-ঘটিত কতিপয় দোষের বিষয়ও কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি। উপসংহার কালে এইমাত্র বক্তব্য, মূল বিষয়টি যে আমার মনঃকল্পিত নয় তাহা একবার অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

ঢাকার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী
শুভাঢ্যা।
১২৭৮ সাল ১৫ই বৈশাখ।

বিনয়াবনত
শ্রীজয়নাথ দাস।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

বিনোদ সিংহ ... ... মেদিনীপুরস্থ সওদাগর।

জীবন ... ...বিনোদ সিংহের পুত্র। নায়ক।

রসময়... ... ... ক্ষুদ্র জমীদার।

অদ্বৈত ... ...রসময় বাবুর কর্ম্মাধ্যক্ষ।

প্রিয়দর্শন ... ... বিদূষক।

দিগ্‌গজ ... ...আচার্য্য।

অপূর্ব্ব ... ... ডাক্তার।

বিজয় ... ...জনৈক লম্পট।

ইয়ারগণ, ভৃত্যবর্গ এবং কর্ণধার প্রভৃতি।

বিদেশিনী ... ... বিনোদ বাবুর স্ত্রী।

ভানুমতী... ... ...রসময় বাবুর স্ত্রী।

উন্মাদিনী ... ... রসময় বাবুর কন্যা। নায়িকা।

চতুরা ও মল্লিকা } ... ...উন্মাদিনীর সখীদ্বয়।

ভগী ... ... বিদেশিনীর দাসী।

প্রতিবেশিনী গণ।

সংযোগ স্থান।

মেদিনীপুর, পাটনা, কাশী, কাশ্মীর।

নায়ক নায়িকা প্রভৃতির ভিন্ন ২ নাম ও বেশ ধারণ।

জীবন	কামিনীমনোরঞ্জন ও ভজহরি।
উন্মাদিনী...	বিলাসিনী, ভৈরবী, মোগলানী ও সওদাগর।
চতুরা	দাসী ও মোসাহেব।
মল্লিকা	দাসী, কাজি সাহেব ও ধরণীধর সিং।

জীবন উন্মাদিনী

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মেদিনীপুর। রসময় বাবুর উপবন।

উন্মাদিনী ও চতুরার প্রবেশ।

চ। প্রিয়সখি! সাবধান! সাবধান! ঐ দেখ, অলিরাজ তোমার মুখকমলের মধুপান কর্বার জন্যে কেমন ব্যগ্রভাবে আসিতেছে! বসনাঞ্চলে মুখ আবৃত কর। দুরাত্মা একবার সন্ধান পাইলে ক্রমে ক্রমে সমুদয় মধুই শুষিয়া খাইবে।

উ। ভাই! তোমার রঙ্গের কি আর সময় নেই? দেখ দেখ, একবার পুষ্পবাটিকার প্রতি চেয়ে দেখ; প্রফুল্লকুসুমনিচয়ে কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করেচে!

চ। হেঁত! কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েচে! কিন্তু আমি অমন অঙ্গহীন শোভা দেখ্‌তে চাইনে!

উ। কেন? অঙ্গহীন আবার হলো কিসে?

চ। যদি ঐ ফুলগুলিতে একটি একটি ভ্রমর বস্‌তো, তা হলে কি শোভাই না হতো? দেখ, শারদীয় নিশিমাত্রেই যদি ও মন মুগ্ধ করে বটে, কিন্তু শুক্লপক্ষের নিশিতে নিশানাথের সমুদয়ে যেমন সুখ হয়, কৃষ্ণপক্ষের নিশিতে নিশানাথের বিরহে কখনই তেমন হয় না। আবার কৃষ্ণপক্ষের নিশিতে কুমুদিনী প্রফুল্লিত হয় বটে, কিন্তু ভাই! সুধাকরের সুধাকরস্পার্শরূপ প্রেমালিঙ্গন বিহনে কখনই তার তেমন শোভা হয় না।

রাগিণী দেশমল্লার—তাল তেতালা।

শুন বলি প্রিয়সখি! তবে হতো সুশোভিত;
ফুলে ফুলে হেলে দুলে ভ্রমর যদি বসিত।

প্রেম আলাপন ভরে সুমধুরগুন স্বরে
মধুলোভে মধুকরে যদি আলিঙ্গন দিত।
যথা বিনে দিনমণি বিষাদিনী কমলিনী
কুসুম হেরি তেমনি শোভায় আছে বঞ্চিত।

সত্তি বল্‌চি ভাই! স্ত্রীপুরুষ দুটিতে একত্র হলে যেমনটি নাকি হয়, তার একটিতে কখনই তেমনটি হয় না।

উ। তুমি নাকি ভাই! জাননা, তাই অম্নি বল্‌চো। এরা কলিকা ছিল, এই মাত্র ফুটেচে, সে শোভার কিছুই জানে না; আর ভ্রমররাও এপর্য্যন্ত ইহাদের কোন সন্ধান পায় নি। এই সবে ফুট্‌লো; ক্রমে সব শোভাই দেখ্‌তে পাবে।

চ। সখি! যেমন তুমি; বটে কি না?

উ। ভাই! থামো; তোমাকে পারা ভার। চল, ঐ সহকার তরুর মূলে খানিক বসি গে।

চ। (কৌতুক পূর্ব্বক) প্রিয় সখি! আর দেখেছ, ঐ সহকার তরুতে ঐ মাধবীলতাটি মিলিত হয়ে কেমন শোভাই ধারণ করেচে! এই সব দেখে শুনে শিখে নেও।

উ। ভাই! আমি ওখানেও যাব না। ঐ পুকুরের বান্ধান ঘাট্‌টিতে বসি গে।

চ। (নয়নভঙ্গিতে) হেঁ ওখানে যাবেই ত; ঐ যে হংস হংসী কেলী কচ্চে; তা মনের সুখে দেখ গে।

উ। (সহাস্যে) তবে যাই ভাই! অশোক তরুমূলে গে বসি।

চ। (সহাস্যে) হাঁ হাঁ অশোক তরুতলে গে মনের শোক দূর কর।

উ। ভাই! আমার আবার কিসের শোক?

চ। কেন? শোক নয় কেন? ফুল ফুটে রৈল, ভ্রমর জুটিল না।

(জীবনের প্রবেশ)

জী। (স্বগত) আহা! উপবন ভাগ নানাবিধ তরু লতায় কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করেচে! সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হইতেছে; আহা! এই তরুতল কি সুস্নিগ্ধ! নানাবিধ ফুল্ল কুসুমের সৌরভে মন আমোদিত করিতেছে; পশ্চিম দিক্ হইতে দিবাকর সুবর্ণ কিরণে রঞ্জিত করিতেছে; সন্ধ্যা প্রায় সমুপস্থিত; বিহঙ্গমগণের কলস্বরে শ্রুতিযুগল পরিতৃপ্ত হইতেছে। (ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ পূর্ব্বক) ও কি! যেন রমণীকণ্ঠবিনিঃসৃত সুমধুরবীণাধ্বনি শুনা যাইতেছে! (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া উন্মাদিনী ও চতুরাকে দর্শন করিয়া) ইহাঁরা কে? ঐ পশ্চাদ্বর্ত্তিনী

রমণীটি যেন বিদ্যুতের ন্যায় দেখা যাইতেছে? এমন রূপবতী রমণী ত কখন আমার নয়ন পথে পতিত হয় নাই! ইনি কি কামমনো-মোহিনী রতি দেবী? না না, তিনি ত কখনই কন্দর্প-সহবাস পরিত্যাগ করেন না। তবে ইনি কি পার্ব্বতী? তাই বা বলি কেমন করে? তা হলে যে তপস্বিনীর বেশ হইত। তবে ইনি কি সীতা দেবী? অশোক মূলে বসিয়া কি রামের অপেক্ষা করিতেছেন? না তাও না; কারণ কলিকালে রাম অবতার কিরূপে সম্ভবে? ঋষি কন্যা ও নয়, তা হলে জটাবল্কল থাকিত। তবে কি রাজ-কন্যা? তাই বা কেমন করে বলি? নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে রাজা ও নাই; বিশেষ তা হলে সঙ্গে আর ও সঙ্গিনী থাক্‌তো। তবে বুঝি কোন সম্পন্ন ভদ্র কুলোদ্ভবাই হইবেন। আমার মন চঞ্চল ও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে; এই বৃক্ষের অন্তরালে খানিক অপেক্ষা করি, ইহাঁরা কি কথা কহিতেছেন শোনা যাক্।

(অন্তরালে অবস্থান)

উ। ভাই! ফুল ফুটিল, ভ্রমর জুটিল না, এ তত শোকের কারণ নয়; কিন্তু ভ্রমর জুটিয়া ও যদি এ ফুলে ও ফুলে বেড়ায়, সেই বড় শোকের কারণ।

জী। (স্বগত) অহো! অহো! কি সুগভীর ভাব সংযুক্ত প্রেমালাপই হচ্চে! আহা! কি সুকণ্ঠ! কোকিল ইহাঁর স্বরেই ব্যথিত হয়ে অঙ্গে কালী মেখে বনে বাস কচ্চে, আর অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতেই দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে ফেলেচে।

উ। সখি! ও কি কর্চ্চো? একেবারে সব গুলি ফুল ছিঁড়্‌লে? গাছে ফুল না থাক্‌লে কি শোভা হয়? যেমন আমাদের গায়ে গয়না থাক্‌লে শোভা হয়; ওদেরও তেম্‌নি। সখি! ঐ ফুলটি পাড় না?

চ। ভাই! ও ফুলটি অনেক উচুঁতে; কোন মতেই পাড়্‌তে পাচ্চিনে।

উ। ঐ ফুলটিতে আমার বড় মন পড়েছে; কিন্তু ভাই! কেমন করে পাড়ি।

জী। (স্বগত) আহা! ইহাঁদের মনোহর রূপ ও সুমধুর প্রেমালাপে একেবারে হতজ্ঞান হয়েচি।

ইহাদের পরিচয়টাও জান্‌তে পার্‌লেম না! কি করেই বা জানি? (চিন্তা) তা এই ত উপযুক্ত সময়, ঐ ফুলটি কেন আমিই পেড়ে দি না? তা হলেই পরিচয়ের পথ হবে। তবে তাই করি— (ফুল হস্তে উন্মাদিনীর সম্মুখে গমন করিয়া) সুন্দরি! ধর, তোমার এই অভিলাষিত পুষ্পটি গ্রহণ কর।

চ। সখি? নেও না? সেই ফুলটিই বটে।

জী। (চতুরার প্রতি) আপনিই না হয় ধরুন। আপনার সখী ত লজ্জায় অধোমুখী হয়েচেন দেখ্‌চি।

চ। (সহাস্যে) মশাই! আমি ত আর ও ফুলটি চাই নি, যাঁর ইচ্ছা হয়েচে তিনিই নেবেন এখন। (স্বগত) যেই ফুল ফুট্‌লো, অমনি এসে ভ্রমরও যুট্‌লো দেখ্‌চি। আহা! কি চমৎকার রূপ! (প্রকাশে উন্মাদিনীর প্রতি) ভাই নেও না? উনি কতক্ষণ ধরে থাকবেন।

উ। (জনান্তিকে চতুরার প্রতি) ভাই! তুমিই কেন নেও না? আমি এই অপরিচিত পুরুষের হাত থেকে কেমন করে নেবো? (স্বগত) আহা!

কি মোহন রূপ! যেন প্রেমের পুত্তলি! এমন মোহনরূপ ত আমি কখনই দেখি নাই। আহা! কি শান্ত প্রকৃতি! মন্ যে ক্রমেই ইহাঁর রূপের পক্ষপাতী হয়ে পড়্লো! আহা! কি হইল! কে যেন হৃদয়কে রজ্জু বদ্ধ করিয়া টানিতেছে! হায়! একা চক্ষুতেই রক্ষে নেই, তায় আবার মনও উথলিয়া উঠিতেছে! কি করি! ফুলটি আমিই স্বহস্তে লইব কি? না না, তা হলে হয় ত উনি আমাকে লজ্জাহীনা বলে ঘৃণাও কর্ত্তে পারেন।

চ। দিন্ মহাশয়! আমার হস্তেই দিন্ (ফুল গ্রহণ)।

জী। (স্বগত) আহা! এই রমণীরত্নের কি মোহিনী শক্তি! যতবার দেখিতেছি, ততই দর্শনতৃষ্ণা বলবতী হইয়া উঠিতেছে। নয়ন-চকোর ঐ চান্দ্রাননের সুধা পানে নিতান্তই লোলুপ হইতেছে। কি করি! (চিন্তা) প্রথমে ইহাঁদের পরিচয়টা ত লই—পরে সকল বিবেচ্য। নতুবা এই অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর প্রতি আসক্ত হইলে ফল কি?

উ। সখি! চল সন্ধ্যে হয়ে এল; না জানি

মা কত রাগ কর্বেন। (স্বগত) কি করেই বা যাই, চরণ যে চলে না। ইনিই বা কে? কিছুই জান্‌লেম না; অথচ মন নিতান্তই আসক্ত হয়ে পড়েচে।

চ। (যোড়হস্তে) মহাশয়! প্রণাম হই। এই ফুলটি পেড়ে দিতে আপনার বড়ই কষ্ট হয়েছে; আমার সখীর প্রতি অনুগ্রহ করে কিছু মনে কর্‌বেন না। সন্ধ্যে হয়ে এল; বিশেষ এই উপবনে আপনার সহিত আমাদিগকে কেহ দেখ্‌লে কত কি মনে কর্ব্বে। (গমনোদ্যত)

জী। যদি নিতান্তই যাবেন তবে আমার একটি কথার উত্তর দিয়ে বাধিত করুন।

চ। মশাই! বলুন না? আপনার ব্যবহারে আমরা নিতান্তই অনুগৃহীত হয়েচি।

জী। আপনাদের সরল ব্যবহারে নিতান্তই মুগ্ধ হলেম। এক্ষণে আপনার প্রিয় সখীর পরিচয় টা জান্‌তে পাল্লেই নিতান্ত উপকৃত হই।

চ। মহাশয়! আপ্‌নি রসময় বাবুর নাম শুনেচেন?

জী। রসময় বাবুর নাম? হাঁ শুনেচি বটে। ইনি কি তাঁহারই দুহিতা?

চ। আজ্ঞে হাঁ আমাদের প্রিয়সখী তাঁরই একমাত্র কন্যা।

উ। (স্বগত) আহা! কি মধুর বচন! শুনে শরীর শীতল হলো, কিন্তু মন নিতান্তই অস্থির হচ্চে।

জী। (স্বগত) ওঃ তবে আর ভয় নেই; এই কামিনী আমার অযোগ্যবংশসম্ভূতা নহে। হৃদয়! স্থির হও (প্রকাশে) বরাননে! নিতান্তই সুখী হলেম। আমি আপনাদের উপবন বিহারের সম্পূর্ণ বিঘ্ন জন্মালেম, কিছু মনে কর্‌বেন্ না।

চ। সে কি! মহাশয়! অমন কথা বলে আর কেন লজ্জা দেন? আমরা কত চপলতা প্রকাশ করেছি, আপনি স্বীয় দয়া গুণে ক্ষমা কর্‌বেন। এক্ষণে অনুগ্রহ করে মহাশয়ের পরিচয়টা দিলেই চরিতার্থ হই।

জী। ধনি! যদি আপনাদের নিতান্তই বাসনা হয়ে থাকে, তবে শুনুন; আমি শ্রিযুক্ত বিনোদ সিংহ মহাশয়ের পুত্র।

উ। (স্বগত) রেঃ মন স্থির হও। আশাপথ ক্রমেই পরিষ্কৃত হইয়া আসিতেছে। হেঁ,

নামটি কি! জীবন—আহা! কি মধুর নাম! নয়ন মন নাচিয়া উঠিতেছে।

চ। সখি! তবে এখন চল! সূর্য্যদেব অস্ত গিয়েচেন। প্রণাম হই মহাশয়!

উ। হাঁ চল।

(চতুরার পশ্চাতে পশ্চাদ্দৃষ্টিত উন্মাদিনীর প্রস্থান)

জী। আর এই শূন্য উপবনে ফল কি? আজ্ যে কি শুভ ক্ষণেই বাহির হয়েছিলেম, তাই এই জগদ্দুর্লভা রমণীর মুখশশী অবলোকন কর্‌লেম। মন! তুমি আর একাকী এখানে বসে কি করিবে?

রাগিণী পূরবী—তাল জৎ।

শূন্য উপবনে বল কি ফল বসিয়ে মন;
যার সুললিত রাগে মুগ্ধ হলে অনুরাগে
সেই জন সে বিরাগে হইল রে অদর্শন।
সেই সুলোচনা ধনী রমণীর শিরোমণি
নিরুপমা বিনোদিনী বৃথা তায় আকিঞ্চন।

(প্রস্থা

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

জীবনের বৈঠকখানা।

জীবন আসীন।

আহা! ঐ কামিনীটি যথার্থই কামিনীকুলের গরিমা!

প্রফুল্ল কমল জিনি অমল বদন;
লাজে শশধর করে কলঙ্ক ধারণ।
নীলকান্ত ভ্রান্ত হয় ললিত নয়নে;
শতদল শত দল সে শোভা দর্শনে।
চারু ভুরু কামধনু জিনি শোভা পায়;
পরিপাটি দন্তপাটি মুকুতার প্রায়।
নিরন্তর হাস্য-আস্য অতি মনোহর;
শ্রবণ যুগল তাহে শোভিছে সুন্দর।
অতি ঘন ঘন জিনি চিকুর বরন;
বারি বরিষণ ছলে করয়ে রোদন।
ওষ্ঠ হেরি বিম্বফল শোভা নাহি পায়;
তাই বুঝি পাখিগণে সদা ছিঁড়ে খায়।
সদৃশ ভুজ চারু দরশন;
জিনি উরু অতীব মোহন।
কৃশ নয় স্থূল কায়;
লজ্জায় লুকায়।

বিপুল নিতম্ব ভার দোলে মনোহর,
নিন্দিয়ে বারণ গতি গমন সুন্দর।
ক্ষীণতর কটিভাগ হেরিয়ে কেশরী;
বনে বুঝি লুকায়েছে অভিমান করি।
শুনিয়ে ধনীর অতি মধুর বচন;
করেছে কোকিল বুঝি কাননে গমন।
যৌবন কুসুম তায় শোভে অতিশয়;
কটাক্ষে নাচায় মন না চায় সময়।
হেরিয়ে রূপের ভাতি অতি মনোহর;
চঞ্চলা চপলা মেঘে রয় নিরন্তর।
অস্থির হয়েছে চিত উপায় কি করি;
কি পুণ্য করেছি হেন পাব এ সুন্দরী?

আহা! সেই মনোমোহিনীকে নয়ন গোচর করিয়া অবধি একবারে হতজ্ঞান হইয়াছি; মনে হইতেছে, ঐ রমণীরত্ন ব্যতীত জগতের সকলই মিথ্যা। তাহার সহবাস-জনিত-পবিত্র-সুখই সংসারের সার স্বরূপ বোধ হইতেছে।

উঃ রমণীগণের কটাক্ষশরে চিত্তকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে! মনুষ্য যে পর্য্যন্ত তাহাদের সুশাণিত শরের লক্ষ্য না হন, সে পর্য্যন্ত জ্ঞান

ও বিবেচনা শক্তি থাকে। তাহাদের অপাঙ্গ ভঙ্গি, বিলাস, পরিহাস এবং নানাবিধ হাবভাব প্রভৃতিতে জলধির ন্যায় ধীর পণ্ডিতেরাও উন্মত্ত হইয়া উঠেন। কন্দর্পের দর্প অখণ্ডনীয়; নতুবা আমাকে কেন শিশুর ন্যায় এরূপ অস্থির করিতেছে? যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই ঐ কামিনীর ত্রৈলোক্যমোহিনী কান্তি দেখিতে পাই। যেন স্বর্ণ লতিকায় মণিময় কুসুম! ঐ স্ত্রীরত্নটির নাম উন্মাদিনী। আমারই উন্মাদিনী।

আহা! অনুরাগের কি চমৎকার প্রভাব! উন্মাদিনীর প্রতি আমার এরূপ অনুরাগ জন্মিয়াছে যে, তা আর বাক্যে শেষ করা যায় না। তাঁর আনন্দময়ী মূর্ত্তি সর্ব্বদাই চক্ষের উপর ভাসিতেছে। অনুরাগ সুখের কারণই বটে; কিন্তু উভয়ের চিত্তে সমান না থাকিলে নিতান্তই ক্লেশাবহ! জানি না উন্মাদিনীর অন্তরের ভাব কি প্রকার।

(প্রিয়দর্শনের প্রবেশ)

প্রি। কি হে জীবন বাবু! আজ যে বড় বেজার বেজার?

জী। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) আর ভাই!

প্রি। কি হে ঘনশ্বাস যে? ব্যাপার খানা কি?

জী। আর বলে ফল কি?

প্রি। বাড়বানল ব্যতীত সাগর যে চঞ্চল হয় না, তা বেশ জানি? বুঝি কোন গুরুতর ঘটনা হয়ে থাক্‌বে, নইলে তোমার এরূপ চিত্ত-বিকার ঘট্‌বে কেন? তা কি হয়েচে বল। ওহে! বলি কিছু দেখেচ নাকি?

জী। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) তা ভাই! বলেই কি হবে, আর তুমি শুনেই বা কি কর্‌বে?

প্রি। বল না, যদি কোন উপায় থাকে, তা করা যাবে। আর আমার কাছে তোমার এমন গোপনই বা কি?

জী। ভাই! আর কিছুই নয়, একটি প্রস্ফু-টিত-কুসুম দেখেচি, আহা! তার কি সুগন্ধ!

প্রি। আরে তাই বল; আমি আরও মনে করেছিলেম; কলারটা আশ্‌টা বুঝি পট্‌বে। তা কি না যৎসামান্য একটা ফুল; রাম বল, রাম বল। তোমরা বড়মানুষ, তোমাদের মন একটি ফুল দেখেই ভুলে যায়; হয় ত বাগানে গে "ঐ গাছটি কেমন শোভা ধারণ করেচে; আহা! কেমন

শীতল বাতাস” এই সব কত্তে কত্তেই তোমাদের মন মুগ্ধ হয়ে যায়। আমাদের বাবু আলাদা কথা; ফুল শুঁক্‌লে আমাদের মন গলে না। বাগানে গে গাছের শোভা দেখ্‌বো কি, ভাল ভাল ফল খেতেই সময় পাই না। তোমাদের অপার মহিমা! তোমরা জলকে স্থল বল্লেও বল্‌তে পার, চন্দ্রের কিরণে তোমাদের গাত্র দাহও হতে পারে। হা হা হা-হাস্য।

জী। সে অতি মনোহর ফুল! এ ফুলে নয়ন মন সকলি ভুলায়, ফুল নয় সে অমূল্য রত্ন!

প্রি। ওহে! তবে কি পক্ক আম্র? না বড় বড় মর্ত্তমান্ কলা?

জী। ব্রাহ্মণ! তাই বুঝ্‌লে না! একটি কামিনী।

প্রি। আরে বল কি! কামিনী? সে কোথা? ওহে! চন্দ্র দেখ্‌লেই সাগর উৎলে উঠে; কিন্তু আমার মন নাম শুনেই একেবারে ধড়্‌ফড়্ কর্চ্চে। বল্‌বো কি ভাই! স্ত্রীলোকের যৌবনকুসুমের প্রণয়সৌরভে আমার মন একেবারে আর্দ্র করে

কেলে। বল হে ! বিশেষ করে বল, মন নিতান্তই অস্থির হয়েচে।

জী। রসময় বাবুর মেয়ে উন্—

প্রি। আরে হয়েছে ! সেই উন্মাদিনী? আমি ত আগেই তোমাকে তার কথা বলেছিলেন। যা হোক্ বড়্ড তুষ্ট হলেম, বলি মণিকার না হলে কি মাণিক চিনে?

জী। অহে ! ছুঁড়ি এক মুচ্‌কে হাঁসিতেই আমাকে সেরে ফেলেচে। আমার মন তার জন্যে নিতান্তই উন্মত্ত হয়েচে। সত্যি ভাই ! যদি ঐ কামিনীর পাণিগ্রহণ কর্ত্তে না পারি, তবে এ ছার প্রাণ আর রাখ্‌বো না।

প্রি। আরে সে ত আমারই হাতে। রসময় বাবু আমার উপরই সম্বন্ধের ভার দে রেখেচেন।

জী। তবে তোমার হাতেই আমার প্রাণ; এখন বাঁচাতে হয় বাঁচাও, মার্‌তে হয় মারো।

প্রি। অহে ! আমি কি পাকা আম দাঁড় কাককে দেবো? তোমার মত গুণবান্ আমার এতদ্দেশে কোথায়? তোমাকে একটি অবতার বল্লেও বলা যায়। (স্বগত) মন্দ নয়, অনেক দিন

হলো ; ভাল করে উদর দেবের শেতল দেওয়া হয় না ; বিশেষ বাড়ীর গিন্নিটিও সর্ব্বদাই আক্ষেপ করেন "এদেশে যেন ময়রার দোকান নেই, এ-দেশে যেন কারো বাড়ীতে কোন ক্রিয়ে কর্ম্ম হয় না, তোমার হাতে পড়ে চাল ডাল খেতে খেতে পেটের নাড়ী গুলো পঁচে গেল" এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণীর সমুদয় আশাই মিটাবো। সর্ব্বার্থে কুশল দেখ্‌চি।

জী। তা আর জ্যায়াদা বল্‌বো কি ; তুমি আমার প্রাণ তুল্য। যাতে ঘটে তাই কর্‌বে।

প্রি। (স্বগত) আ মলো যা! আসল কথা কিছুই কয় না, কি পাব খোব তার কথা নেই, শুধু "অবিশ্যি কর্‌বে"। দেখি একটু চটে উঠি, নইলে কিছুই হচ্চে না। (প্রকাশে) ওহে! আমি ত আর তোমার "ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো" নই, তবে কি না চেষ্টা করে দেখা যাবে। মেয়ে ত আর আমার নয়, যে আমিই কর্ত্তা ?

জী। অহে ঠাকুর! তোমার মনের ভাব বুঝিচি ; সেদিক্‌কের বিবেচনাটাও আমার কাছে আছে ; তাতে ও ত্রুটি হবে না।

প্রি। (সহাস্যে স্বগত) আহা! শর্ম্মার কি বুদ্ধি! কেমন চালাকি করে কাজটা গুচিয়ে নিলুম! (প্রকাশে) ওহে! যাতে হয় অবিশ্যি তা করবো, তোমার কোন চিন্তে নেই; ও তোমার হয়েই আছে।

জী। অহে ভাই! তুমি যখন এ কাজে হাত দিলে, তখন আর চিন্তার বিষয়ই বা কি?

প্রি। তবে আমি চল্লেম্; রসময় বাবুর বাড়ী হয়ে বিকেল বেলায় সাক্ষাৎ করবো। (স্বগত) যা হোক্, এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণীর বালা ভুগাছি তৈয়ের করতে হবে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উন্মাদিনীর শয়নাগার।

উন্মাদিনী আসীনা।

(মস্তক হইতে কামিনী কুসুমটি লইয়া) আহা! কবিগণ বলেন, কামিনী ও কুসুম উভয়েই তুল্য-স্বভাব বিশিষ্ট অর্থাৎ কুসুম যেমন অল্পমাত্র

আতপতাপে নীরস হইয়া যায়; কামিনীও সেই-রূপ অল্প মাত্র মনঃসন্তাপে হতশ্রী হইয়া পড়ে; এ কথা যথার্থই বটে। চিন্তানল আমাকে দগ্ধ করিবারই উপক্রম করিতেছে। চিতা হইতে চিন্তার প্রাদুর্ভাবই প্রবল; চিতায় নির্জীব দেহাদি মাত্রই দগ্ধ হয়, কিন্তু চিন্তায় জীবাত্মাকেও দগ্ধ করে। আহা! কি ছিলাম, কি হলেম! তাঁর চন্দ্রানন দর্শন করে অবধি নিতান্তই অস্থির আছি। তিনি কি আমায় গ্রহণ কর্‌বেন?

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

কেন রে অবোধ মন আশা কর তায়;
শশীকে ধরিতে চাও বামনের প্রায়।
কেবা আছে তাঁর সম রূপে গুণে নিরুপম
কি পুণ্য করেছ হেন পাইবে তাঁহায়।
যাঁর লাগি কাঁদ মন তিনি ত দুর্লভ জন
মিছে কেন ভেবে মর আশারি আশায়।

আশার কি মোহিনী শক্তি! আশার বশবর্ত্তী হইয়াই সমস্ত জগৎ চলিতেছে। এক মাত্র আশার প্রভাবে কেহ সাগরবক্ষে, কেহ কানন তলে, কেহ

দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতে, কেহ বা দুস্তর মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছে। কখন আকাশে, কখন রসাতলে প্রবেশ করিতেছে। আশার শেষ নাই; তথাপি সংসারের এম্‌নি বিচিত্র গতি যে, প্রতি মনুষ্যই কোন না কোন একটি বিষয়ের আশাতে মুগ্ধ আছেন। কিন্তু সকলেই যে কৃতকার্য্য হয় এমনও নয়। আমিও সেই নবীন পুরুষের সরস পরশ আশাতেই হতজ্ঞান হইয়া আছি। আহা! তাঁকে পাইলে কত যত্নেই হৃদয় দান করে চরণে স্থান লই; চিরজীবন দাসী হয়ে থাকি।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

প্রেম অশ্রু পাদ্যদানে পদযুগ ধোয়াইব;
চিকণ চিকুর জালে সযতনে মুছাইব।
প্রেম আলিঙ্গন ছলে করদ্বয় দিয়ে গলে
কঙ্কণ কিঙ্কিণী বোলে যৌবন অঞ্জলি দিব।
বসাইয়ে হৃদাসনে বিহারিব তাঁর সনে
প্রেমসুধা বিতরণে মনেরে দক্ষিণা দিব॥

আহা! পূর্ব্বে ঐ উপবনের শোভা সন্দর্শনে মন নিতান্তই পুলকিত হইত, কিন্তু এখন কিছু-তেই মন পরিতৃপ্ত নহে। সে দিবস যে অপরূপ

রূপবান্ পুরুষের বদনারবিন্দ অবলোকন করিয়াছি, তাহার নিকট এ সমুদয়ই তুচ্ছ বোধ হইতেছে। আহা! কি মনোহর পদার্থই নয়নগোচর করেচি, ভূতলে যেন কুমুদিনীনায়ক চন্দ্রমার উদয় হইয়াছিল! যেন শারদীয় নিশিতে পূর্ণচন্দ্রের উদয়! আহা! কি নির্ম্মল মুখকমল! কি প্রেমার্দ্র কটাক্ষ! তাঁহার কটাক্ষপাত দর্শনেই রতিপতি বলে সন্দেহ হয়। যৌবন কাল কি বিষম কাল। দুরাচার কামদেবের উত্তেজনায় সর্ব্বদাই জ্বালাতন হচ্চি। হায়! কামিনীর কোমল অন্তর-কুসুম ব্যতীত কামরূপ ভ্রমরের কি আর স্থান নাই? রে অবোধ মন! কেন এত বিকল হলি? তিনিই কি তোর প্রিয়জন? তিনি কি তোকে গ্রহণ কর্‌বেন? না, এ তোর দুরাশা! (চিন্তা) তা মনেরই বা দোষ কি? এমন মনোহর পদার্থে কার অনাদর? (উত্থান পূর্ব্বক) কিছুই ভাল লাগ্‌চে না; কৈ প্রিয়সখীও এখন ত এলো না। ঐ বুঝি প্রিয়সখী আস্‌চে; একটু সাবধান হয়ে থাকি, যেন আমার এ সকল ভাবের কিছুই জান্‌তে না পারে।

[হাঁসিতে হাঁসিতে চতুরার প্রবেশ।

চ। কৈ সখি! কি কর্চ্চো? একটি মালা গাঁথ না?

উ। ভাই! মালা গেঁথে কি হবে? কার গলে দেবো? বিধাতা কি এমন দিন দেবেন যে প্রিয়জনের গলে মালা দেবো?

চ। সখি! এদিন অবিশ্যি ফির্‌বে; চিরদিন কিছু এমন যাবে না।

উ। তা হলেই কি—"কর্ত্তার ইচ্ছে কর্ম্ম, উলুবনে কীর্ত্তন" তা আমার ইচ্ছে মত কি হবে?

চ। তা সত্যি; কিন্তু কর্ত্তা বাবু বলেচেন, তোমাকে কুলীনের ঘরে বে দেবেন। দু এক যায়গা হতে না কি তত্ত্বও এয়েচে।

উ। ভাই! আমি কি কুল ধুয়ে জল খাব? কুল কুল করেই ত আমাদের দেশের নিতান্ত দুর-বস্থা ঘট্‌চে। ভাই! এ ত কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম নয়; কেবল দুরাচার দেশাচার হতেই এই সব হচ্চে।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

দুরাচার দেশাচার!
কত দিনে ঘুচিবে এ দুরাচার দেশাচার!

ভ্রম কূপে জনগণ আছে সদা নিমগন
ভারতের শুভ দিন দেখা দিবে কবে আর।
বুঝিয়ে না বুঝে তারা শুনিয়ে না দেয় সারা
জাগিয়ে ঘুমায় যারা তাদের জাগান ভার।
অবলা নারীর মন নাহি বুঝে যেই জন
বিধাতা তাহারে কেন সঁপিলেন হেন ভার।

চ। (সচকিতে) ভাই! তোমাকে অমন্ দেখ্‌চি কেন?

উ। কেমন্ দেখ্‌চো?

চ। তোমার সে অলকাভরণ কোথা? পদ-চুম্বিত কেশ পাশের মনোহর বিন্যাসই বা কোথা? সে দুর্লভ লাবণ্য কোথা? সে কাঁচলি? ও কি! চক্ষু ছলছল কর্চ্চে কেন?

উ। সখি! আমি উন্মাদিনী হয়েচি।

চ। তুমি ত চিরকালেরই উন্মাদিনী। যা হোক্ ভাই! আর বুঝি বা গোপন না থাকে।

উ। (হস্তধারণ পূর্ব্বক) সখি! কি বুঝে-ছিস্, বল্ দেখিন্!

চ। বলি ফাঁদে কি চাঁদ আট্‌কান যায়? মেঘে কি সৌদামিনী লুকিয়ে থাক্‌তে পারে? বসনাঞ্চলে

কি কস্তুরিকার গন্ধ আবৃত থাকে? বদন দর্শনেই বোধ হচ্চে কন্দর্পদেব ও লজ্জা তোমার কমনীয় মন আক্রমণ করেচে। তা ভাই! আমার কাছে অতো গোপন কেন? বিবেচনা করে দেখ্‌লে আমাদের দেহমাত্র ভিন্ন, কিন্তু মন একই।

উ। শোন, ভাই! বলি। সেই—(লজ্জাবনতমুখী)

চ। ছি! ছি! এই কি প্রণয়? ধিক্! ধিক্! অধিক আর কি বল্‌বো তোমার প্রণয়ে ধিক্!

(গমনোদ্যত)

উ। (হস্তধারণ পূর্ব্বক) ভাই! রাগ করিস্ কেন? লজ্জাতেই বল্‌তে পার্‌চ্চিনে।

চ। না ভাই! বল বল; শুনে প্রাণ জুড়াই।

উ। সেই যে সে দিন আমরা উপবনে বেড়াতে গিছ্‌লেম, তা মনে আছে ত?

চ। ওঃ বুঝেচি বুঝেচি; যিনি একটি ফুল পেড়ে দিয়েছিলেন, তিনিই ত?

উ। হাঁ ভাই! তাঁর প্রতিই আমার মন আসক্ত হয়ে পড়েচে। তাঁকে ভেবে ভেবেই এম্‌নি হয়েছি।

চ। ভাই! তিনিও ত তোমার পানে বার বার আড়্ চোকে তাকাচ্ছিলেন? বোধ হয় তবে দুজনারই মন মজে থাক্‌বে।

উ। ভাই! অন্য কিছুতেই মন আসক্ত হয় না; সর্ব্বদা তাঁরই চিন্তা।

চ। ভাই! তবে এত দিন কেন বল নি?

(বেগে মল্লিকার প্রবেশ)

কিলো মল্লিকে হাসি যে গালে ধরে না!

ম। ভাই! হাসিরই কথা।

চ। কি কথা? বল্‌না ভাই! আমরা কি হাসবো না?

ম। ওলো প্রিয়সখীর যে সম্বন্ধ স্থির হয়েচে।

চ। সত্যি?

ম। সত্যি ভাই! এই মাত্র প্রিয়দর্শন ঠাকুর আর বিনোদ বাবু সম্বন্ধ স্থির করে গেলেন।

চ। ওলো! কার সঙ্গে, কবে হবে? ভেঙ্গেই বল্ না?

ম। ওগো! বিনোদ বাবুর পুত্র জীবন বাবুর সঙ্গে। ১৮ই অগ্রাণ বুধবারে বে হবে।

উ। (স্বগত) আঃ! মল্লিকের কথা যদি সত্য

হয়, তবে বুঝ্‌লেম্‌ বিধাতা আমার প্রতি সদয় হয়েচেন।

চ। আঃ আজ কি আনন্দের দিন! প্রিয়-সখি! আর কি, বসে রৈলে যে?

উ। তবে নাচ্‌বো না কি?

চ। ভাই! নাচ্‌বারই ত কথা।

উ। তা ভাই! না হয় তোমরাই নাচ; তোমাদের সুখেই আমার সুখ। চল ভাই! এখন সময় হয়েচে, পুষ্পবাটিকায় যাই।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জীবনের বৈঠকখানা।

জীবন ও প্রিয়দর্শন।

জী। তবে ভাই প্রিয়! একবার যাও না?

প্রি। আবার কোথা? কাজ করাবার্ বেলাই "ভাই প্রিয়" কিন্তু "ভাই প্রিয়" বলে হুটো

মোণ্ডা হাতে দিতে একদিনও দেখ্‌লেম্‌ না। যাও হে আমি আর কিছুই পার্‌বো না।

জী। আচ্ছা ভাই! আজ আর কাল্‌ দুদিনই তোমার ফলারের নিমন্ত্রণ রৈল। কেমন হলো ত?

প্রি। হ্যাঁ এই হচ্চে কাজের কথা। বল দেখি এখন কি কর্ত্তে হবে?

জী। একবার গোপনে দেখে এসো উন্মাদিনীর গায়ে হলুদ হলো কি না?

প্রি। কেন আর বুঝি মন মানে না? তাঁরা আমার ঠাঁই এইমাত্র বলে দিলেন "এ মাসে বিবাহ হতে পার্‌বে না"।

জী। ওহে! এখন, ও সব পিলে চম্‌কানো কথা ভাল লাগে না। তুমি এখন এসো গে। আর দেখ, তোমার হাতেই সব।

প্রি। ওহে! সে সবই আমি বুঝি। এখন বল্‌চো "তোমার হাতেই সব" বে কর্‌লে বল্‌বে "বাড়ীর মধ্যে কেন? সব বৌ ঝি রয়েচে, অমন করে গেরস্ত বাড়ীতে ঢুক্‌তে নেই" তা সবই বুঝি।

জী। আঃ! যাও হে; তোমার তামাসা কর্‌বার্‌ কি আর সময় নেই?

প্রি। আচ্ছা, তবে এখন চল্লেম্‌। ফলারের কথাটা যেন বিস্মরণ হয়ো না।

জী। ওহে! তা আমার বেশ মনে থাক্‌বে।

প্রি। ভায়া যে বড্ড উৎসুক হয়ে পড়েছ? ওহে! আমি যে সেখানে গিয়েছিলেম্‌।

জী। সত্যি?

প্রি। সত্যি।

জী। তবে কেন আমাকে এতক্ষণ বলো নি? তা যাক্‌, কি দেখে এলে বল।

প্রি। ভাই! প্রথম্‌ ত রসময় বাবুর বৈঠক-খানায় গেলেম; যাবা মাত্রই বেটা যে অভ্যর্থনা কর্‌তে লাগ্‌লো, তা আর কি বল্‌বো; মনে মনে বল্লেম্‌, না হবে কেন? কেমন সম্বন্ধটা করে দিয়েচি।

জী। তা যাক্‌; তার পর কি হলো বল।

প্রি। তার পর ভাই! জিজ্ঞেসা কর্‌লেম, "কেমন গো মেয়েটির গায়ে হলুদ হলো"? তিনি অম্‌নি দাঁড়িয়ে বল্লেন "চলুন্‌ না বাড়ীর ভেতরই

যাই, দেখি গে কত দূর কি হলো"। আমিও মনে কর্‌লেম রসময় বাবুর গিন্নিকে কখন দেখি নি; এই উপলক্ষে তাও হবে, "রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে" বিশেষ—

জী। আঃ! তুমি কি আরম্ভ কর্‌লে? ও কথা কেন?

প্রি। তবে ভাই! এই পর্য্যন্ত; আর কিছু বল্‌বো না। চল্লেম্।

(গমনোদ্যত)

জী। ওহে! আচ্ছা তবে বল বল।

প্রি। বিশেষ গিন্নিটি না কি ভারি সুন্দরী শুনেছি; সুতরাং একবার দেখাটা উচিত। তার পর ভাই! বাড়ীর মধ্যে গেলেম্; গে গিন্নিকে মনের সুখেই দেখ্‌লেম্। কিন্তু তিনি শর্ম্মার ব্রাহ্মণীর কাছে কল্কে পান্ না।

জী। ভাই! তোমার গৃহিণীর রূপ্ টা একবার বর্ণন কর না ভাই!

প্রি। আচ্ছা শোন; ব্রাহ্মণীর চোক দুটি অতি ছোট; ভুরু নেই বল্লেই হয়; নাসিকাও উঁচু নিচু নয়, একেবারে সমান; দাঁতগুলিও

খুব বড় বড়, আর দু একটা বেরিয়েও পড়েচে; সুতরাং না হাসলেও হাস্‌চে বলে বোধ হয়, তাই আমি আহ্লাদ করে তাঁর নাম রেখেছি "সদা হাসি, প্রাণ প্রিয়সী" দু দিকে ঠোঁঠ দুটি কাল আর মাঝ খানে দাঁত গুলি সাদা থাকাতে বোধ হয়, ঠিক যেন আগুণে টিকে ধরান হয়েচে; গালের মধ্যস্থলে লম্বাচৌড় একখানা দাদ্ আছে; যা হোক্ ব্রাহ্মণীটি আমার মন্দ নয়।

জী। (সহাস্যে) তাই ত! তবে ত খুব সুন্দরী বটে। তার পর---

প্রি। তার পর ভাই! তোমার শাশুড়ী রাক্ষসী ত তোমার শ্বশুরকে গিলে ফেল্‌তে যান্ আর কি?

জী। সে কি!

প্রি। ভাই! এর মধ্যে দুজনার খানিক "চণ্ডীপাঠ" হয়ে গেল। দেখে শুনে আমি অবাক্! শেষকালে রসময় বাবু এসে আমাকে বল্লেন "মশাই! দেখ্‌চেন কি? ক্রিয়ে বাড়ী; এ, ও, তা কত্তে কত্তেই মেজাজ্ গরম হয়ে গ্যাছে। কিছু মনে কর্‌বেন না"। আমি মনে মনে বল্লেম্

"আমার কাছে আর তুমি ঢাক্‌বে কি? যা বুঝ্‌বার তা বুঝে নিয়েচি"। ভাই হে! স্ত্রী জাতির মধ্যে দু একটি এ রকম্ থাক্‌বেই থাক্‌বে। দেখ সে দিন আমি, ঐ কুসুমকে বলেছিলেম "কুসুম! তোর এই সোমত্ত বয়েস্, তা এত যন্ত্রণা ভোগ করিস্ কেন? সহরে যা, নাম লেখা গে, সুখে থাক্‌বি, দশ টাকা হাত্ কর্‌তে পার্‌বি। না হয় আমার সঙ্গেই চল্, আমি তোকে একটা উপায় করে দেবো"। ভাই! যেই বলেচি, ব্রাহ্মণী অম্‌নি কোথ্যেকে এসে সব শুন্‌লে, আমি চোরের মত দাঁড়িয়ে রইলেম্। মনের মত বিষ ঝাড়ন ঝাড়লেন্, শেষকালে নাকে খৎ দেওয়ালেন্ তবে ছাড়্‌লেন্।

জী। (সহাস্যে) তবে তোমার ব্রাহ্মণী ত কম নয়?

প্রি। ওহে! সে কথা আর বল্‌বো কি, যেন রায় বাঘিনীর বেটী উগ্রচণ্ডা। তা ত বুঝ্‌তেই পার্‌চো।

জী। তা যাক্; বলি তবে সে দিক্কের খবরটা ভাল ত?

প্রি। ওহে! তার কোন চিন্তে নাই। তবে এখন এদিক্কের কাজটা সেরে ফেল না?

জী। হ্যাঁ, তার জন্যেইত প্রকাশ আর সুরেন্‌কে ডাক্‌তে ভবাকে পাঠিয়েছি।

(প্রকাশ ও সুরেনের প্রবেশ)

হাল্লো! হাল্লো! কাম্, কাম্।

(কর মর্দ্দন)

প্রি। ওরে ভবা! শিগ্‌গির শিগ্‌গির নে আয়।

নেপথ্যে। এঁজ্ঞে যেচ্চি মোশাই?

(ব্রাণ্ডি ও চাট লয়ে ভবার প্রবেশ)

প্রি। ন্যাও, আর দেরি কেন? আরম্ভ করা যাক্।

(মদ্যপান)

সু। (মুখ খানা ত্রিভঙ্গ করে) ওঃ! মালটা ভারি ষ্ট্রেং। পেটের ভেতর টা যে জ্বলে খাঁক হয়ে গেল!

জী। হ্যাঁ, মালটা কিছু কড়া গোচই বটে। ওয়েল্ প্রকাশ বাবু! এখন কেমন আছেন?

প্র। এখন আমার হেল্‌থ্ বড় ভাল নয়।

তা যাক্ "এনি হাউ" জীবন টা কাটাতে পার্‌লেই হলো।

সু। ভাই! সে দিন সুরাপান নিবারিণী সভার সেক্রেটরি আমায় জেদ্ করে ধর্‌লেন, করি কি? চোক মুখ বুঝে নামটা সাইন করে দিলেম। (মদ্যপান)

প্র। জীবন বাবু! তোমার ভবা কুক্ ত ভারি সরেস্ চাট্ তৈয়ের কত্তে পারে?

প্রি। ভাই! তোমাদের কি নেশা হয়েচে? মাঝে মাঝে মাত্‌লামো করে কি দুটো একটা কথা বক্‌চো, তার মাথা মুণ্ডু কিছুই যে ঠিক্ পাই নে?

প্র। ওঃ মশাই! আপনার বুঝি ইংরেজী অভ্যেস্ নেই? ইংরেজী না জান্‌লে আমাদের কাছে পাত পাওয়াই ভার।

প্রি। (স্বগত) করি কি? চুপ মেরে থাক্‌তে হলো। (প্রকাশে) ওহে! তা মনে করো না; আমি ও সবই বুঝি, তা একটু রহস্য করা গেল।

প্র। যা হোক্ ভাই! সাদা চোকে রাত্তিরে ঘুম হয় না কেন বল্‌তে পার?

সু। ওহে! ওটা আমাদের কেমন্ একটা

হ্যাবিট্ হয়ে গ্যাছে, লাল চোক্ না হলে দিন কি রাত্, কিছুই টের্ পাওয়া যায় না ; তা ঘুম আর হবে কি ?

জী। এ বারে বাবা ! দেল ফাঁক হয়ে গ্যাছে।

প্রি। ওহে ! একেবারে হদ্দ বেহদ্দ করে ছেড়ে দিলে যে ?

সু। মশাই ! ছেড়ে দিলেম্ কি ? এম্নি হতে হবে, ঘাটে পথে যখন তখন কেবল মদ, কেবল মদ।

প্র। আর পেট্ থেকে পড়েই ছেলে গুলো মদ্ মদ্ বলে চেঁচাবে ; নইলে মদের মাহিত্যি কোথা ?

প্রি। আর অন্তিম কালে গঙ্গাজলের বদলে এরই কোঁটা দুচ্চার মুখে দিয়ে রাম রাম বলাবে।

(সুরেনের নেপথ্যে গমন ও বমন)

নেপথ্যে। ধর্‌রে ! গেলুম্‌রে ! ও বাবা ! আর মদ খাবনা ! খাবনা !

প্র। কে হে ! ওখানে ওয়াক্ কচ্চে ? সুরেন্ বুঝি ?

প্রি। হ্যাঁ তাই ত !

জী। ভাই! সুরেন্ ভারি মাতোয়ালা। সে দিন আমি মর্নিংওয়াক্ করে আস্‌চি, দেখ্‌লেম্ বেটা নর্দ্দামার ধারে পড়ে কত গু গোবর খাচ্চে।

প্র। তবে ওটাকে নিয়ে এখন বাড়ী যেতে হয়। বেটা যেন অগস্ত্য মুনি! মনে কচ্চেন, এ জল বইত নয়, গণ্ডুষে সব খেয়ে ফেল্‌বো। জানেন্ না যে, সাক্ষাৎ অগস্ত্য এলেও এর কাছে হার মেনে যান। বেটা কি নষ্টামিই কর্‌লে। আজ্‌কের মজাটা যেন ফাঁক্ ফাঁক্ হয়ে পড়্‌লো। তবে এখন ষ্টপ্ কর। গুড্ বাই জীবন বাবু!

জী। গুড্ বাই অল্ অফ্ ইউ।

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

রাগিণী ললিত গৌরী—তাল ঠুংরি।

ভাবিতে ভাবিতে রে প্রাণ   বেলা হলো অবসান।
নিবারি নয়ন বারি   কুমুদিনী সারি সারি
কিবে শোভা করিতেছে দান।
নলিনী মলিন মুখে   মুদিত হইছে দুখে
ভ্রমরের ব্যাকুল পরাণ;
সুরসিক প্রেমিজন   হলো পুলকিত মন
বিরহীর বিরস বয়ান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

প্রিয়দর্শন দণ্ডায়মান।

অদ্বৈত বাবুর দ্রুতগমন।

প্রি। কি হে! অদ্বৈত ভায়া! বড় ব্যস্ত যে?

অ। আজ্ঞে, ব্যস্ত হবারই কথা! সমুদয় কর্ম্মের ভারই আমার হাতে; কিছুতেই ত্রুটি না হয়, তার বিশেষ তদ্‌বির্ কর্‌তে হবে।

প্রি। বলি খাদ্য সামগ্রীর কর্ত্তাটা কে হলো? তার সঙ্গে আগে থাক্‌তেই একটা রফা কত্তে হয়।

অ। আজ্ঞে তার জন্যে চিন্তে নেই; আমার হাতেই সব।

প্রি। ভাল, ভাল, শরীর টা শীতল হলো। ব্রাহ্মণ বলে তোমার বিলক্ষণ ভক্তিটিও আছে। দেখো যেন ফাঁকে পড়িনে। ভাল কথা, পরশু না আপনার মাথা ধরেছিল, তা ভাল রূপ সেরেচে ত?

অ। আজ্ঞে মাথা ধরা ত তখুনি গিয়েছিলো।

প্রি। তবু "শরীরং ব্যাধি মন্দিরং"। অনেক দিনের পর ফলার্ টা পটেচে, দেখো বাবু একটু বিবেচনা করো। তোমাকে আর অধিক কি বল্‌বো; ভদ্রবংশে জন্ম গ্রহণ করেচ, বুদ্ধি বিবেচনাও তেম্‌নি। তোমার মত ক টি লোক আছে? বে বাড়ীর জাঁক টা কি রকম্ দেখ্‌লে বল।

অ। তা শুন্‌বেন্? তবে বলি—বাটীর সম্মুখে নহবত বসেচে; নানা স্থান হতে লোকের সমাগম হচ্চে; দাস দাসী সকলেই হলুদ দে রং করা কাপড় পড়েচে; প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ময়রারা নানা রকম সন্দেশ তৈয়ের কচ্চে দেখে, রেয়ো ভট্‌চায্যিরা পেটে হাত বুলুচ্চেন।

প্রি। (পেটে হাত বুলাইয়ে) ওহে! এ দিকেও যে বাড়বানল জ্বলে উঠ্‌লো! তার পর বল বল।

অ। রাস্তার দুধারে কাঙ্গালী গুলো বসে "বাবুর জয় হোক্" "বাবুর জয় হোক্" বলে চেঁচাচ্চ্যে। আত্মীয় কুটুম্ব সমাগত। তামাকের ধোঁয়াতে বোধ হচ্চে যেন অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ

হয়েচে। আর "হরে কোথা গেলি" "সেধো শুনে যা" "ইদিকে দিয়ে যা" শব্দে সভাখণ্ড একেবারে তোল পাড়্ হচ্চে।

প্রি। ওহে! ও সব কথা থাক্। বলি বাড়ী ভেতরের খবর টা কিছু বল্‌তে পার?

অ। তাও বলি শুনুন। আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ী থেকে অনেক গুলো দিব্বি মেয়ে ছেলে এসেচে; সকলের পায়েই চার্ গাছা করে মল, মলের রুণু রুণু শব্দে বাড়ী ভেতর্‌টা একেবারে গুল্‌জার করে দিয়েচে।

প্রি। ওহে অদ্বৈত! আজ্ কাল্ দুটো দিনের জন্যে আমাকে একটা চাকরী নিয়ে দিতে পার? তা হলে মনের সাধটা মিটিয়ে নি।

অ। আজ্ঞে শুনুন; ওখানে কতক গুলো মেয়ে মঙ্গল গান কচ্চে, কেউ জাঁতি নিয়ে সুপুরি কাট্‌চে, কেউ পানের খিলি তৈয়ের কচ্চে, কেউ বা পাত নিয়ে খাবার জোগাড় দেখ্‌চে। ওখানে কতক গুলো মেয়ে খুদে খুদে ছেলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কারও পানে তাকাচ্চেন আর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌চেন্। কেউ বা ঘোম্‌টার

ভেতরই খেম্‌টা নাচ্‌চেন। একজন বল্‌চে "কেমন্‌ লো! আজ্‌ কাল্‌ তোর ভাতার কেমন? কতা বার্ত্তা শোনে ত?" আর এক জন বল্‌চে "ভাই! আমার যেমন পোড়া কপাল! তেম্‌নি পোড়া-মুখোর হাতে পড়ে দিন রাত্‌ জ্বলে মচ্চি; পাঁচ মাস হলো এখানে এয়েচি, কিন্তু ভাই! তার সঙ্গে পাঁচ দিনও যদি সমানে দেখা হয়ে থাকে" এই রকম কত রকমারি গপ্পের হদ্দ বেহদ্দ মজা চল্‌চে। থাক্‌ মশাই! আর দেরি কত্তে পারি নে। এখন চল্লেম্‌, আপনি শিগ্‌গিরই আস্‌বেন।

প্রি। শিগ্‌গির কি হে! বল ত তোমার সঙ্গেই আস্‌চি।

অ। আজ্ঞে অতো ব্যস্ত কেন?

(অদ্বৈতের প্রস্থান)

প্রি। (স্বগত) অহো! অহো! শর্ম্মার এক আলাদা কথা! কি শুভক্ষণেই জীবনের বিবাহ; মোণ্ডা, মেঠাই, সন্দেশে ব্রাহ্মণীর পেট্‌টি বিলক্ষণ উঁচু হয়ে আছে; দেখেই মনে কর্‌লেম্‌, এবারে বুঝি ব্রাহ্মণী আমার কাজ গুচিয়েচেন; পেট্‌টি যেন ঠিক আটাশে পোয়াতির মত! হা!

হা! ব্রাহ্মণী এদ্দিনে আমায় চিন্‌লেন। আর শর্ম্মার ত কথাই নেই, যেতে আস্‌তে কেবল টপাটপ্‌, কেবল টপাটপ্‌। আজ ক দিনই আমার দ্বাদশ বৃহস্পতিবার! যা হোক বছর্‌কার্‌ খবর টা ত রাখ্‌তেই হবে।

(বিনোদ সিংহের প্রবেশ)

বি। কি গো ব্রাহ্মণ ঠাকুর! কথা নেই যে? মনে মনে ফলার কচ্চেন না কি?

প্রি। (স্বগত) মনে মনে কি হে? একবার যদি ব্রাহ্মণীর আর আমার পেটের খবর টা নিতে, তা হলে কিছু টের পেতে! আরে! মনে মনেই করি, আর যাই করি, আমার টা আমি গুচিয়ে নিয়েচি। (প্রকাশে) না, এমন কিছু নয়; সবই প্রস্তুত; আর অপেক্ষা কি? চলুন লগ্ন বয়ে যায়।

বি। জীবনকে সাজান হয়েচে?

প্রি। (স্বগত) জীবনকে আর সাজাতে হয় না; সে আপ্‌নি সেজে গুজে বসে ভাব্‌চে, এ সময় টুকু যেন যেতে চায় না; আর মনে মনে তোমারও পিণ্ডি চট্‌কাচ্চে। (প্রকাশে) আজ্ঞে হাঁ হয়েচে।

বি। তবে চলুন। আমাদের ন্যায়রত্ন কোথা?

প্রি। (সহাস্যে) আজ্ঞে তা জানেন না? তিনি আগেই গ্যাছেন, হয় ত ফলারের জোগাড় দেখ্‌চেন; তাঁকে আবার এখুনি মিত্তির বাবুদের বাড়ী ফলার কত্তে হবে। দেখ্‌লেন মশাই! এত-কাল পড়ে শুনে এই বিদ্যে হলো যে, দিনের মধ্যে পাঁচবার ছবারও হয়ে যায়। তাঁরা পণ্ডিত মানুষ, তাঁদের কথা স্বতন্তর্; আমরা গরিব ব্রাহ্মণ, লেখাপড়া জানিনে, এক পা ইদিক উদিক সর্‌লেই বেটারা দলাদলি পেতে বসে। ন্যায়রত্নের কথা আর বল্‌বো কি, ফলারের গন্ধে তাঁর জ্বর পর্য্যন্ত ত্যাগ পায়। আবার শুন্‌লেম তর্কালঙ্কার না কি পুরুত ঠাকুরের সন্দেশের মালসাটি নে সরে পড়ে-চেন। (হাস্য) আবার তখন একটা মজা হয়ে গেল, শিরোমণি ময়রাদের হাঁড়ি থেকে তিনটি দুর্গমোণ্ডা লুকিয়ে একেবারে মুখে দে ফেলেচেন; আমি দেখ্‌তে পেয়ে দৌড়ে গে জি-জ্ঞাসা কল্লেম্, কি গো খুড়ো মশাই! কোথা যাচ্চেন? খুড়ী মা কেমন আছেন? মুখে তিনটে দুর্গোমণ্ডা, সোজা কথা নয়; তিনি আর কথা

কইতে পারেন না। আমি বার বার জিজ্ঞাসা কত্তে তিনি দুবার হুম্ হুম্ কর্‌লেন্। আমি বল্লেম্ কি নিকেশ হয়েচে নাকি? খুড়ো মশাই ভারি ব্যস্ত! কিছুতেই ছাড়াতে না পেরে, শেষকালে আমার হাতে পৈতে জড়িয়ে হাঁ করে দেখালেন্ আর দুটো মোণ্ডাই আস্ত পড়ে গেল। কি কর্‌বেন্, শেষ কালে অবাক্ হয়ে চলে গেলেন। মশাই! শুন্‌লেন ত? তাই আমি বলি কি, ঐ যে লম্বা লম্বা ফোঁটা ওয়ালা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখেন, তাঁরাই হচ্চেন নষ্টের গোড়া! ওঁদের দে বিশ্বাস কি? তাঁরা না পারেন হেন কর্ম্মই নেই। আমরা বেটারা ভাল মন্দ কিছু জানিনে, তবু আমাদের উপরেই যত চাপা!

বি। এখন থামুন। চলুন যাওয়া যাক্।

প্রি। মশাই! শুনুন না? আমি তখন রসময় বাবুর বাড়ী গিয়েছিলাম্, দেখি কি বিদ্যেভূষণ বুকে চপেটাঘাত পূর্ব্বক তর্কালঙ্কারকে বল্‌চেন "তুমি বিদ্যার জান কি হ্যা! হাঁ এ কথা শর্ম্মা বল্‌তে পারেন, তা উপাধিটের অর্থেই বুঝ্‌তে পার্‌চো না—বিদ্যেই হয়েচে ভূষণ যার" আমি শুনেই

চিত্তির হলেম্ আর কি! আবার তর্কালঙ্কার মুখ খানা ত্রিভঙ্গ করে বল্লেন্ "গাঁ শুদ্ধ সব্বাই তর্কালঙ্কার তর্কালঙ্কার বলে আমার কত ব্যাখ্যান করে; কেউ বলে ঐ তর্কালঙ্কার পণ্ডিত ভায়া আস্‌ছেন, কেউ বলে ঐ তর্কালঙ্কার খুড়ো মশাই আস্‌ছেন; তা তুমি আমার জান্‌বে কি?" মশাই এ বেটাদের এত বাড়াবাড়ি দেখ্‌তে পারি নে! বেটারা যেন মার্কা মারা সেপাই। ভাগ্যি ব্যাকরণের দুপাত উল্‌টেচে তাই রক্ষে, নইলে গামছায় করে যজমান বাড়ী হতে সেই চাল কলা বয়েই মর্‌তে হতো।

বি। মশাই! নিতান্ত নির্ব্বোধের মত কথা গুলি কচ্চেন।

প্রি। অ্যাঁ! আমি নির্ব্বোধ? নির্ব্বোধ লোক ত পশুর সমান, তবে কি আমি পশু?

বি। রাগ কর্‌বেন্ না, রাগ কর্‌বেন্ না। আমি বল্লেম্ ও নির্ব্বোধদের কথায় কাজ কি?

প্রি। হাঁ তবে তাই বলুন।

বি। না আর গৌণ করে প্রয়োজন কি? তবে চলুন এখন।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ছাঁদনা তলা।

বিধু, যামিনী, নিস্তারিণী, সৌদামিনী প্রভৃতি প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ।

বিধু। কৈ গো! কনের মা কোথা? এই আমরা তোমার উন্মাদিনীর বে দেখ্‌তে এলেম্।

ভানু। কে ও, বিধু না কি? আর কে?

বি। এই আমাদের মেজো দিদি, সেজো বৌ; ও পাড়ার নাপ্তে বৌ, আর বেনেদের যামিনী।

ভা। তোরা এয়েচিস্ ভালই হয়েছ; যা বাছারা! তোরা গে বাসর সজ্জা কর্! ইদিকে ও প্রায় শেষ হয়ে এলো।

(সকলের গমন)

বি। (ক্ষণ বিলম্বে) বাসর সজ্জা ত হলো, বর আস্‌চে না কেন?

নি। ওলো! আস্‌বে এখন; আর বুঝি তোর মন মানে না?

বি। ছ্যা; ও তোর কেমন্ কথা লা? আপনার মন যেমন, জগৎ দেখিস্ তেমন।

সৌ। (সচকিতে) ঐ বুঝি বর আস্‌চে লো?

যা। দেখেছিস্ ভাই! ছেলেটি যেন আকাশের চাঁদ! ওলো বিধু! পিদ্দিমটে একটু নিম্ নিম্ গোছের করে দে।

(বরের প্রবেশ)

জী। (স্বগত) এ কি! এত স্ত্রী লোক! কার সঙ্গে কি সম্পর্ক তা ও জান্‌তে পার্‌লেম না। তা যাক্, শুনেছি বাসর ঘরে কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক বাদে না; বিশেষ জানি নে জানি নে বলেও কত হয়ে যায়। তায় আবার আমি বর; কারো কিছু বল্‌বার্ যো নেই। সকলেই কুলকামিনী, সবারই সোমত্ত বয়েস্; আজ্‌কের বাসর ঘরের রকম দেখে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা মনে হয়ে পড়্‌লো। দেখা যাক্, খানিক চুপ মেরে থাকি।

যা। হেঁ গা জামাই বাবু! মুখে কি বোবা কাটি দে বসেছ?

বি। (নাকটি কানটি মলে) কি হে! কথা নেই যে?

সৌ। জামাই বাবু বুঝি রাগ করেচেন। ওহে পুরুষটি! এখানে যে এ রকমই হয়ে থাকে, তায়

আবার রাগ কেন? দেখ, কারও বাড়ীতে যখন বে হয়, তখন আমাদের এই একটি আমোদ; কারও সম্বন্ধ হলে, বসে বসে দিন গুণ্‌তে থাকি "বের আর ক দিন আছে"। বাড়ীতে মিন্‌ষেকে একলা ফেলে এয়েছি, তবু এ আমোদ ছাড়া হবে না।

যা। ওলো! তোদের হুড়ো মুড়িতে অষ্ট-মঙ্গলার ঘট, কুলো, চালন, বরণ ডালা, আই সরা গুলো ভেঙ্গে চুরে গেল যে?

নি। (স্বগত) রাত ঢের হয়েচে; এখন বাড়ী যেতে হয়। দেখি রাত কত আছে।

(বাহিরে গমন ও পুনঃ প্রবেশ)

যা। হেঁ লা নিস্তার! তুই যে বাইরের দিকে বার্ বার্ তাকাচ্চিস্?

বি। ওর বুঝি ভাবনা হয়েচে; রাত পুইয়ে গেল, মিন্‌ষে একলাটি শুয়ে আছে।

নি। ভাই! তা আর জ্যাদা বল্‌বো কি? আপনার মন দিয়েই ত জগৎ বুঝ্‌তে পারিস্।

সৌ। হাঁ লো হাঁ, বুঝেচি বুঝেচি, তোকে আর বুঝুতে হবে না। তুই ত ভাই! হাত ধরা ভাতার পেয়েচিস্, তোকে আজ্ কাল্ আর পায় কে?

নি। তা ভাই! যেমন বোঝো।

যা। হেঁ ভাই! রাত ঢের হয়েচে; আর খানিক বাদেই যেতে হবে; ব্যস্ত হোস্ নে।

সৌ। যা হোক ভাই! উন্মাদিনী দিব্বি ভাতারটি পেয়েচে।

জী। কেন, তুমিও চাও না কি?

যা। কেমন সদ্দু! খুব জব্দ করেচে ত?

সৌ। বালাই, ওঁর মুখে আগুন।

যা। ওলো! বরের যে মুখ ফুটেচে; "যেম্‌নি কুকুর, তেম্‌নি মুগুর" হয়েচে, আর বির্ বির্ করে কথা বেরুচ্চে।

বি। জামাই বাবু! একটি গান কর দেখিন্?

জী। আমি ত গান জানি নে।

যা। ওঃ! তবে তোমায় ছাড়ে কে?

জী। (স্বগত) বড়্ড মুস্কিল হলো; একটা গান না গাইলে এরা যাবে না; রাতও ঢের হয়েচে; একটা গান করে এদের বিদেয় কত্তে হয়। (প্রকাশে) কি গান গাইব, বল দেখি?

বি। তোমার যা ইচ্ছে।

জী। তবে একটা "রামপ্রসাদী" গাইব?

বি। ওহে! তুমি ত বড্ড অরসিক! "রাম-বল্‌তে ভুতের নাম" কেন? একটা—(ইঙ্গিত)।

জী। বুঝেচি, বুঝেচি, তবে শোন।

রাগিণী শোন খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

করিতে নারি রমণ নারীর মন;
প্রাণ হরে করে তনু তনু অনুক্ষণ।
বিনাইয়ে নানা ছাঁদ হাতে যেন দেয় চাঁদ
পাতিয়ে পিরীতি ফাঁদ করে জ্বালাতন।
নাহি মাত্র বিবেচনা দিবানিশি প্রবঞ্চনা
কুভাবনা কুমন্ত্রণা মুখে কুবচন।

এই শুন্‌লে ত? এখন তোমাদের একটি গাইতে হবে।

যা। ওলো বিধু! ওঁর কথাটা রাখ্‌তে হয়; সেই গান্ টা কর্ না?

বি। ওহে বাবু! আমরা মেয়ে মানুষ; গাইতেও জানি নে, বাজাতেও জানি নে। আর আমাদের মেয়েলি গান তোমাদের কাছে ভাল লাগ্‌বেই বা কেন?

জী। তোমরা গাইতে জান না, এও কি কথা! তোমাদের যে মিষ্টি সুর! শুন্‌লেই অমনি

শরীর শীতল হয়। তা যাক বাবু! এখন একটি গান গাইতে হবে।

নি। গাও না ভাই! পুরুষ মানুষের খাতির রাখ্‌তে হয়।

বি। তবে ভাই! তোমরাও আমার সঙ্গে গাও।

রাগিণী বাঁরোয়া—তাল ঠুংরি।

দেখ না কঠিন কেমন!
হায়! পোড়া পুরুষেরি মন!
নিজ জায়া পরিহরি বঞ্চে সুখ বিভাবরী
দেখে যেন দেবপুরী গণিকা ভবন।
কি কঠিন তার কায় ভেবে ভেবে প্রাণ যায়
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তায় নারী কি তেমন?
না বুঝিয়ে করি মান সে মানের কিবে মান
সার মাত্র অপমান বৃথায় যতন।
যে জানে প্রেম কি ধন যে জানে নারীর মন
সেই জন করে যেন রমণী গ্রহণ।

এই ত বাবু! আমাদের গানের শ্রী।

জী। কেন! এ ত অতি উত্তম গান। বেশ গেয়েছ।

(চতুরার প্রবেশ)

চ। ওগো! রাত্ পাঁচটা বাজ্‌লো; "বর-কনে" কে একটু ঘুমুতে দাও।

নি। হাঁ ভাই! রাত্ ঢের হয়েচে; চল এখন যাওয়া যাক্।

বি। ওলো! রাত পুইয়ে যায় নি; চল্ ভাই! চল্।

সৌ। জামাই বাবু! তবে এখন চল্লেম্; কিছু মনে করো না।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিনোদ সিংহের বাটী।

বিনোদ সিংহ, প্রিয়দর্শন ও বিদেশিনী।

বিদে। তা যা ভাল বোঝো তাই কর।

(বিদেশিনীর গমন ও দিগ্‌গজ আচার্য্যের প্রবেশ)

বি। আসুতে আজ্ঞে হোক্, আচার্য্য খুড়ো! এই আপনারই কথা হচ্ছিল।

দি। কেন, কোন গণনা আছে না কি?

বি। আজ্ঞে হাঁ; জীবনকে বাণিজ্য কত্তে পাঠাব, এরই একটা দিন দেখে দিতে হবে।

দি। আচ্ছা; দেখ্‌চি। "আদিত্য ভৌম-য়োর্নন্দা—(চিন্তা) মনেও আস্‌চে না; আচার্য্য কুলে জন্ম গ্রহণ করে কি ঝক্‌মারিই হয়েচে! আদিত্য ভৌময়োর্নন্দা ভদ্রাশুক্রশশাঙ্কয়োঃ বুধে-জয়া গুরৌরিক্তা—হুঁঃ—বুধে জয়া গুরৌরিক্তা শনৌ পূর্ণাচ পুণ্যদা। (আকাশে দৃষ্টি) হুঁঃ—হাঁ—ঠিক্ ই হয়েচে, কাল বুধবার, কালই উত্তম দিন। বুধে জয়া হয়েচে; আর ২৭এ মাঘ রবি-বার দিন্‌টেও ভাল; রবিতে নন্দা হয়েচে। ধন-লাভ, মানলাভ, দুঃখের হ্রাস প্রভৃতি সমুদয়ই লিখ্‌চে। (প্রিয় দর্শনকে হাস্য করিতে দেখিয়া স্বগত) আঃ মলো যাঃ! সেই বেটা নয়? হ্যাঁ তাই ত রে! মজিয়েচে! সে দিনও দত্ত বাবুদের বাড়ী দিন দেখ্‌ছিলেম্, তাতেও এই বেটাই সব বুজরুকি ধরে বেস্তর নাকাল করেছিল; আজ্‌ও এক একবার তাকাচ্চে আর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌চে। বেটা এত শিখ্‌লেই বা কোথ্যেকে? আর এই

একটা শ্লোকই যায়গায় যায়গায় পড়্‌তে হয়, বড্ড মুস্কিলই হয়েচে! বাবাকে তখুনি বলে-ছিলেম, "আমি কিছু গুণ্‌তে টুন্‌তে পার্‌বো না, আমি কেবল প্রতীমে তৈয়ের কর্‌বো, আর তাতে রং কর্‌বো"। বাবা তা শুন্‌লেন কৈ? বল্লেন, "আরে কোন রকমে লোকের চোকে ধূলো দিয়ে পয়সা আনা বৈ ত নয়" এখন পয়সা আনা দূরে থাক্, হাড়্ ক খানা নিয়ে আসাই ভার! যা হোক্, আজ্‌কে গে আর একটা শ্লোক শিখ্‌তে হলো। এখন ত পালাতে হয়, নইলে হাতে হাতে লজ্জাটা পেতে হবে। (প্রকাশে) মশাই! তবে এখন চল্লেম্।

(প্রস্থান)

প্রি। বেটা আমায় ত এতক্ষণ দেখে নি; যেই দেখেচে অম্‌নি পালিয়েচে। সে দিন দত্ত বাবুদের বাড়ী দিন্ দেখ্‌ছিল, তাতেও বেস্তর নাকাল করে দিয়ে ছিলেম্। যে দুটো দিনের কথা বল্লে, ও দুটো দিনই মিথ্যে; দুদিনেই পাপ যোগ। আর শ্লোকটার শেষে যে "পুণ্যদা" বল্লে, বাস্তবিক "পুণ্যদা" নয়, ঐ স্থানে "পাপদা"।

বি। ওহে! তবে বেটা ত বজ্জাতের পীর! তা যাক্ আমি ও সব কিছু মানি নে; দেখো, গিন্নি যেন শোনে না; তা হলে প্রমাদ হবে! "শুভস্য শীঘ্রং"

(জীবনের প্রবেশ ও শ্রবণ)

কাল্‌কের দিনটেই ভাল করে বলা যাবে; অগত্যা ২৭এ রবিবার।

জী। (স্বগত) বাবা রে বাবা! আমার বাবা ত কম বাবা নয়! আজও গা থেকে বের্ গন্ধ যায় নি, এর মধ্যেই বাণিজ্যে যাও। তা হবে না; এখুনি গে চালাকি করে শুয়ে থাকি, আর মাকে বল্‌বো এখন, "আমার ওলাউঠো হয়েচে"। শরীর টে কাহিল হলে আর শিগ্‌গির যাওয়া হবে না। তাই করি গে।

(গমন)

প্রি। তবে কাশ্মীরে পাঠানই কি আপনার অভিপ্রায়?

বি। হাঁ, সে স্থান টি—

(বেগে ভগীর প্রবেশ)

ভ। (ব্যগ্রভাবে) কত্তা বাবু! দেখুন্ সে, জীবন বাবু কেমন কচ্চেন! শক্ত ব্যাম হয়েচে।

বি। অ্যাঁ! কি বল্লি! জীবনের?

(গমন)

বাবা! কি হয়েচে?

জী। বাবা! বার দুচ্চার দাস্ত হয়েচে আর একবার বমিও হয়েচে। (কাতরভাবে) আমায় ভারি অস্থির কর্‌লে গো!

বি। ভগি! শিগ্‌গির যা ত, অপূর্ব্ব ডাক্‌তার্‌কে ডেকে আন্‌গে ত?

ভ। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

বিদে। বাবা! আমার মাথা খেলে যে! ও মা! আমি কোথা যাব গো! (রোদন)

(ভগী ও ডাক্‌তারের প্রবেশ)

বি। (সসম্ভ্রমে) আস্‌তে আজ্ঞা হোক্; দেখুন্ ত মশাই! হাত টা একবার দেখুন।

ড। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) ওঃ নাড়ী বড়্ড খারাপ দেখ্‌চি, শরীরও বিলক্ষণ কাহিল হয়েচে, রোগটাও শক্ত। (স্বগত) কি করি; কলেজের লেক্‌চারও ভাল করে শুনি নি; যে কিছু লেখা আছে, তাও বইয়েতেই আছে, পেটের

ভিতরে কিছুই নাই; বিশেষ এ রকম কেশ্ কখনও আমার হাতে পড়ে নি। যা হোক্ এই ফিবার্ মিক্শ্চার টা খানিক খাইয়ে দি। (প্রস্তুত করিয়া প্রকাশে) খাও হে বাপু! খাও, এখুনি সেরে যাবে।

জী। (স্বগত) "যেম্‌নি মজা তেম্‌নি সাজা" খেতে হলো। (সেবন ও মুখ কুঞ্চিত করিয়া) আঃ দাস্ত ফাস্ত ত সব মিথ্যে; এ রকম ওষুধ খেলে এখুনি একটা ব্যারাম্ হয়ে পড়্‌বে। অন্য একটা উপায় কত্তে হলো (ব্যগ্রভাবে প্রকাশে) মা! আমায় ভারি অস্থির কর্‌লে গো! আমি আর বাঁচ্‌লেম্ না!

অ। (সত্রস্তে) দেখি! দেখি! (স্বগত) ওঃ দাঁত কপাটি লেগেচে! আবার ইদিকে পেট্‌ও কেঁপে উঠেচে! তবে ত আমার অসাধ্যি হয়ে পড়্‌লো! এখন্ পালাতে হয়। (প্রকাশে) মশাই! যে ওষুধ দিয়েচি, তা খুব্ সরেস্ ওষুধই দিয়েচি; এখন আর একটা ওষুধ এনে রাখ্‌তে হয়, জানি কি! এখন চল্লেম্।

(প্রস্থান)

জী। (স্বগত) আঃ বাঁচা গেল ! (প্রকাশে) মা ! তোমরা একটু যাও ত ; দেখি কিছু কাল ঘুম্ হয় কি না ?

(সকলের গমন ও বিদেশিনীর পুনঃ প্রবেশ)

বিদে। বাবা ! এখন কেমন্ আছ ? শরীরটে কিছু ভাল বোধ হচ্চে কি ?

জী। হ্যাঁ মা ! এখন্ অনেক্টা ভাল আছি।

বিদে। বাছার আমার আর কাল বাণিজ্যি কত্তে যেয়ে কাজ নেই। বাবা ! তবে তুমি ঘুমোও, আমি এখান থেকে যাই।

(গমন)

জী। (স্বগত) এবারে মা আমার কাজের কথাটি কয়েচেন। যা হোক্ ; কাল্কের্ দিন্টে ত ফিরিয়েচি, কিন্তু শিগ্গিরই যেতে হবে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নেপথ্যে সঙ্গীত।

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল পোস্ত।

মরি কিবে হেরি সুখ বসন্তেরি আগমন;
দিগন্ত প্রশান্ত ভাবে পুলকিত করে মন।
প্রকৃতি সুরম্য বেশে সাজিতেছে দেশে দেশে
ফুটিল কুসুম কলি বহে মন্দ সমীরণ।
শুভক্ষণ মনে গণি গাইতেছে আগমনী
সুকণ্ঠ বিহগ কুল কিবে বিশ্ব বিমোহন!
মানস সরসী জলে প্রেম কলি শতদলে
জিনি ফুল্ল শত দলে হের অতি সুশোভন।
কঠিন কুসুম বাণে কোমল কুসুম বাণে
কামিনী কুসুম প্রাণে করে জ্বালাতন।
মানিনী কামিনীগণ মানে দিয়ে বিসর্জ্জন
প্রিয়জন সহ করে প্রেম সিন্ধু সন্তরণ।

বসন্ত কাল।

নির্জ্জন ও নূতন ভবনে

উন্মাদিনী, চতুরা ও মল্লিকা আসীনা।

উ। সখি! বসন্তকাল কি বিষম কাল! কামদেবের পঞ্চশরে আমাকে এককালে ছিন্ন

ভিন্ন কর্‌চে। সখি! এ জ্বালা আর সইতে পারিনে। আমার্ কোন উপায়ই নেই! একে বসন্ত-কাল, তাহে এই নবযৌবন, প্রাণনাথও দূর দেশে, তাহে আবার এই নির্জ্জন স্থানে রুদ্ধ আছি। আহা! প্রাণনাথের হৃদয় কি কঠিন! কি পাষাণ! গুরুজন সকলের নিকটে বলেচেন, আমায় সঙ্গে নে যাবেন, তাঁরাও জানেন আমি সঙ্গেই গ্যাছি। কিন্তু তাঁর হৃদয় এমন্ নির্দ্দয় কেন? এই নির্জ্জন স্থানে আমায় রুদ্ধ করে গ্যালেন্ কেন? আমি এর কারণ জিজ্ঞেসা কর্‌লে, বল্লেন্ "কারণ শেষে বল্‌বো"। হায়! পিতা মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনেরা শুন্‌লেই বা বল্‌বেন্ কি? কতকালই বা এ যাতনা ভোগ কর্‌বো? আমার কোন উপায়ই নেই। আহা! আমার এই নব যৌবন বৃথায় গ্যাল।

কি বিষম প্রেম জ্বালা;
ভেবে ভেবে হনু কালা।

দেখ সখি!

যেরূপ করিছে প্রাণ কব আর কায় লো;
জ্বলিছে বিরহানলে বুক ফেটে যায় লো।

অবলা, অবলা দেখ কি বড়াই তার লো ;
যদি না পুরুষ থাকে অবলার ধার লো।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু উপায় না পাই লো ;
কোথা রৈল প্রাণপতি বল কোথা যাই লো।
পুরুষ পরশ মণি হৃদয়ের ধন লো ;
নারীর পুরুষ বিনে বৃথায় জীবন লো।
দুরন্ত বসন্ত কাল দহিছে আমায় লো ;
এ সময়ে কোথা কান্ত বুঝি প্রাণ যায় লো।
ভাবিয়ে হলেম্ হত পুরুষের রীত লো ;
জীবনে জীবনে ত্যজি এই সে বিহিত লো।
অথবা অনলে পশি ত্যজিগে জীবন লো ;
প্রাণপতি বিনে প্রাণ বৃথায় ধারণ লো।
না জানি নিঠুর বিধি কি বিধান করে লো ;
কিছুতেই পোড়া মনে ধৈর্য্য নাহি ধরে লো।

চ। (ব্যস্ত ভাবে) ভাই! ভেবে কি হবে?

উ। সখি! এ সুখসময়ে প্রাণকান্ত বিনে সমুদয়ই বিষ বোধ হচ্চে। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করি, সে দিকেই প্রকৃতির পরম রমণীয় শোভা দর্শন করি বটে, কিন্তু আমার মন কিছুতেই তৃপ্ত হচ্চে না।

(সখেদে)

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

সখি ভ্রমর গুঞ্জন ;
সহে না সহে না সখি ভ্রমর গুঞ্জন।
কোকিলের কুহু রবে প্রাণ আর নাহি রবে
এখনি বাহির হবে কে করে বারণ।
মলয় মারুত বহে তাহে প্রাণ সদা দহে
সখি আর নাহি সহে শশীর কিরণ।
দুরন্ত বসন্ত কাল নাহি মানে কালাকাল
পাইয়ে যৌবন কাল করে জ্বালাতন।

(বাহ্যজ্ঞান শূন্য মনে) রে দুরন্ত বসন্ত! তুই কি আর স্থান পেলি নে? হে কামদেব! অবলা বলেই কি আমায় পঞ্চশরে জর্জ্জরিত কর্চ্চো? অবলার প্রতি এত অত্যাচার? দুর্ব্বলের যে সহায় নেই, এ কথার কি তুমিই সার্থকতা কর্‌লে? ধিক্! ধিক্! বলি শোন, যেখানে প্রাণকান্ত আছেন, সেই খানে যাও—তাঁকে গিয়ে জ্বালাতন কর ; উভয়ের চিত্ত উত্তেজিত না হলে কিছুই হবে না। আমি অবলা—বধের যোগ্য নই, উভয়কে সমভাবে উদ্দীপিত কর্‌বার্ চেষ্টা কর ; নতুবা কেন কষ্ট

দাও? যাও যাও—এখান হতে যাও। তোমার নাম শুন্‌লে আমার শরীর শিহরে উঠে!

বাঁচিনে বাঁচিনে সখি! সহেনা সহেনা
দুরন্ত মদন জ্বালা; বিনে প্রাণপতি।
আমি অতি অভাগিনী, কুল কলঙ্কিনী,
দুর্ব্বিহ যাতনা ভার করিতে বহন
কি ক্ষণে জনম মম এ মহীমণ্ডলে!
অবলা সরলা একে, তাহে কুলবালা,
নাহিক শকতি হেন, অঙ্গন লঙ্ঘনে,
লাজ ভয়ে জড় সড়। পরাধীনা হেতু
কারাবাসী মত সদা রুদ্ধ বন্দী ভাবে।
সহি বা কেমনে, হায়! বিষম যাতনা!
দুরন্ত মদন যাহা ভীম পরাক্রমে
প্রদানিছে অবিরত; অজেয় জগতে—
বধিতে অবলাকুল। হেরিছি আবার—
লাজ মান বিসর্জ্জিয়া ভাসিছে উল্লাসে—
পতি সহবাসে, কত পতি সোহাগিনী—
মানিনী কামিনী। কিন্তু এ দুখিনী সদা
উন্মাদিনী প্রায়—প্রাণপতির বিরহে;
ভাসিছি নয়ন নীরে—তিতিছে বসন।

কি সুখ তাহার? হায়! পতি সহবাসে
এ সুখ সময়ে না কি বঞ্চিতা যে জন?
কিরূপে বঞ্চিব গৃহে বসন্ত সময়?
শূন্যময় হেরি—বিনে প্রিয়দরশন।
প্রিয় সখি! বৃথা মোর এ নবযৌবন!
ত্যজি গে জীবনে আমি ঝাঁপিয়া জীবনে!

রাগিণী যোগিয়া—তাল আড়াঠেকা।

ওহে প্রিয় গন্ধবহ   অহরহ গন্ধ বহ;
হয়ে এবে বার্ত্তাবহ   মম এই বার্ত্তা বহ।
পাইলে জীবনকান্তে   তাঁহারে বলো একান্তে
এ দুখিনী কান্তে কান্তে   যাতনা ভোগে দুঃসহ।
দহে রমণীর মন   বিনে রমণীরমণ
জ্বলে মরি অনুক্ষণ   কি বিষম এ বিরহ।
বলি হে জগতপ্রাণ   তুমি ত জগতপ্রাণ
রাখ দুখিনীর প্রাণ   দেখা করে তাঁর সহ।

রে দুরাচার মদন! একবার নাথের কাছে যা! দেখ্, বিরহিণীর কি কষ্ট—কি ভয়ানক কষ্ট! উঃ প্রাণ যে নিতান্তই অস্থির হয়ে পড়্লো! কি করি! যাই কোথা? সখি! আর বাঁচ্লেম না—আমায় ধর।

ম। চতুরা! খানিক বাতাস্ দে।

(চতুরার বাতাস দেওন)

চ। প্রিয় সখি! স্থির হও।

উ। ভাই! স্থির হবার্ জন্যেই ত ব্যস্ত হয়েছি।

জ্বালা কত সই,
ভেবে হত হই;
এ বিষম জ্বালা,
তাহে কুলবালা;
বল সহচরি,
উপায় কি করি।

সখি! এজ্বালা আর সইতে পারি নে! যে খানে প্রাণনাথ আছেন, সেই খানে চল; নইলে প্রাণ আর বাঁচ্‌বে না।

ম। বলো কি! তা হলে কি জাত্ মান্ থাক্‌বে? তা হলে লোকে কি বল্‌বে?

উ। যায় যাবে যাক্ মান্,
তাহে কিছু নাহি আন্।

চল্ চল্, ত্বরায় চল্।

রাগিণী ভীমপলাশী—তাল আড়্ খেমটা।

কাজ কিলো মোর মানে;
আর কি প্রাণে ধৈর্য্য মানে।
না হেরে সে মুখশশী ভেবে মরি দিবে নিশি
সধবার একাদশী করি আমি কান্ত বিনে।
কুলের মুখে দিয়ে ছাই চল্ গো নাথের কাছে যাই
যে দুখ হয়েছে মনে বল্‌বো কারে কেবা জানে।

সখি! ত্বরায় চল্।

চ। সখি! আমরা অবলা; আমাদের সাহস্ কি? কি চিনি? কোথা যাব?

উ। যাইব নাথের কাছে;
কি ভয় তাহাতে আছে।

সখি! আমি শুনেছিলেম্, তিনি কাশ্মীর দেশে বাণিজ্য কর্‌তে যাবেন্; চল চল, ত্বরায় চল, আন্দাজে কাশ্মীর মুখেই যাই।

চ। (স্বগত) তাই ত! এখানে থাকুলে প্রিয়সখী বাঁচ্‌বে না। কি করেই বা যাই? অগত্যে তাই কর্‌তে হবে।

উ। রে দুরন্ত মদন! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

আর কেন হে মদন জ্বালাও আমায়;
পাইলে নাথের দেখা দেখাব তোমায়।
লয়ে সদা পরিজন করিতেছ জ্বালাতন
বুঝা যাবে হে তখন শিখাব সবায়।
যে জ্বালা দিতেছ প্রাণে বলিয়ে তাঁহার স্থানে
সমুচিত ফল দানে করিব বিদায়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাটনা।

উ। তা যা হোক্, তিনি কিন্তু আমাদের চিন্‌তে পারেন্ নি।

ম। আমাদের সাহসের একশেষ বল্‌তে হবে! এখন তিনি এলে হয়।

চ। আস্‌বেন্ না? অবিশ্যি আস্‌বেন। যখন বলেচি "আপনার এই প্রথম উয্যুগ; সুতরাং একেবারে কাশ্মীরে যাওয়া ভাল হয় না, কারণ

সেখানকার রীত্ নীত্ ভাল নয় ; বরং পাটনায় গে কিছু কাল কাজ কর্ম্ম শিক্ষে করুন্; শেষে না হয় কাশ্মীরে যাবেন্”—এতেও আবার আস্‌বেন্ না?

উ। দেখো ভাই! যেন চিন্‌তে না পারেন।

চ। দেখ্ ত ভাই মল্লিকে! সাজ্ টি কেমন হয়েচে?

ম। ওঃ! দিব্বি হয়েচে ; ঠিক যেন একটি বেশ্যা।

উ। ভাই! এক দিনের মধ্যে যখন না এলেন, তখনই আমার মনে সন্দেহ হচ্চে।

চ। ওগো! অতো ব্যস্ত কেন?

ম। প্রিয়সখি! তখন আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেম্, শুন্‌লেম্, কয়েকটি লোক বলাবলি কচ্চে “এমন্ সুন্দরী বেশ্যা আমরা কখন দেখি নি”।

(বিজয় নামক জনৈক লম্পটের প্রবেশ)

বি। (স্বগত) তাই ত! নামটি কি? (চিন্তা) হাঁ বিলাসিনী—বিলাসিনী। শুন্‌লেম্ অনেকেই না কি নাকাল হয়ে চম্পট মেরেচেন। যা হোক্, একবার দেখা যাক্; রূপে গুণে ত কম নই। (দ্বারে করাঘাত)

চ। (দ্বার খুলিয়া) কি চান মশাই?

বি। (স্বগত) ওঃ! দাসী বেটিরই যেরূপ রূপ, না জানি বিলাসিনীর কতই রূপ হবে! (প্রকাশে) ওগো! "কি চাই" আবার জিজ্ঞেসা কর্‌চো যে?

চ। কি নাম কোথায় বাস দিলে পরিচয়;
তবে ত লইয়া যেতে পারি মহাশয়।

বি। (স্বগত) ধিক্! ধিক্! লম্পটতায় ধিক্! বল্‌তে হলো। (প্রকাশে) ওগো বাছা! আমি ফুলের মুখুটি, বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান, ইদিকে নৈকষ্য, রূপ ত দেখ্‌তেই পাচ্চো। এখন আর অপেক্ষা কি?

চ। (স্বগত) তোমার ত বড্ড গরজ্! আমরা কুলমানের ভয় ত্যাগ করে তোমারি জন্যে এয়েছি কি না? (প্রকাশে, মুখভঙ্গিতে) না, এখন কেবল আপনারই অপেক্ষা?

বি। কেন বাছা! মুখ খানা অমন করে বল্‌চো যে? আমায় কি পছন্দ হলো না? (স্বগত) তাই ত! আমি ও বুঝি ফাঁকে পড়্‌লেম্! বাড়ী হতে বার হবার সময়ই কিন্তু বাধা পড়েছিল!

চ। মশাই! সত্যি আপনাকে পছন্দ হচ্চে না।

বি। হুঁ, আমি বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান, আমাকেই পছন্দ হলো না?

চ। আপ্‌নি আর সব রকমেই উত্তম; কিন্তু আপ্‌নি ভদ্র নন।

বি। হাঁ—আমি নৈকষ্য, ফুলের মুখুটি, বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান; আমা হতে আবার ভদ্র কে?

চ। দেখুন্ না মশাই! ভদ্র কি কখন বেশ্যা বাড়ী যায়?

বি। (স্বগত) তাই বল; আমি একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলে উঠেছিলেম। বাস্তবিক বেটি যা বল্লে, তা ভারি সরেস্ কথা! যে ভদ্র, সে কেন এমন কাজ করবে? ওঃ বেটির কি অগাধ বুদ্ধি! এখন চোক্ মুখ বুঝে পালাতে হয়। (প্রকাশে) ওগো! তোমার কথায় ভারি সন্তুষ্ট হলেম্। আমার অন্য কোন মনস্থ ছিল না; তোমাদের রীত্ নীত্ই বুঝ্‌তে এয়েছিলেম্, তা দেখ্‌তেই পাচ্চো, আমি ভদ্র সন্তান। এখন আসি গে।

(প্রস্থান)

উ। আহা! কত দিনে প্রাণনাথের দর্শন পাব! মন যে নিতান্তই অস্থির হচ্চে!

(জীবনের প্রবেশ)

জী। (স্বগত) সহর টা ত বেড়ান হলো। সহরে নূতন এলে পাঁচ রকমই দেখ্‌তে হয়; বিশেষ তখন শুন্‌লেম্, এমন সুন্দরী না কি কেহ কোথাও দেখে নাই। আমি জান্‌তেম্ আমার প্রেয়সীই জগদ্দুর্লভা! তা কাজেই একবার দেখাটা উচিত হচ্চে। (দ্বারে করাঘাত)

চ। (দ্বার খুলিয়া) কি চান মশাই!

জী। ওগো? "কি চাই" জিজ্ঞেসা কর্চ্চো যে? চল এখন উপরে যাই, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না।

চ। (স্বগত) চলে গেলে ত সবই মিথ্যে হলো; এখন নে যেতে হয়। (প্রকাশে) চলুন মশাই!

(উভয়ের গমন)

উ। (উত্থান পূর্ব্বক) আসুন্, এ দিকে আসুন্।

(উভয়ের উপবেশন)

ওলো তোরা কে আছিস্ একবার তামাক দে।

নেপথ্যে। যাচ্চি গো!

(মল্লিকার তামাক দান)

উ। খান মশাই! তামাক খান।

জী। (স্বগত) বেশ্যার হুঁকোয় তামাক খাওয়া হবে না। (প্রকাশে) আমি বাবু তামাক খাই নে।

উ। সে কি! আপ্নি ত ভারি অরসিক! হাতে হাতে হুঁকোটা দিলেম একবার গ্রহণও কল্লেন্ না? না বাবু! আপনাকে খেতেই হবে।

জী। (স্বগত) করি কি? খেতে হলো। এমন রূপবতী কামিনীর খাতিরটে রাখাই উচিত। (প্রকাশে) আচ্ছা খাচ্চি। তোমার নামটি কি?

উ। আমার নাম বিলাসিনী। আপনার নাম?

জী। আমার নাম কামিনী-মনোরঞ্জন।

বি। (স্বগত) ইঃ কেমন চালাকি! আমি যেন পাটনায়ই থাকি? (প্রকাশে) আপনার বাড়ী কোথা?

জী। (স্বগত) কোল্কেতার নাম বলি;

রাজধানীর লোক বলে অনেক খাতির কর্‌বে এখন্‌। (প্রকাশে) আমার বাড়ী কোল্‌কেতা।

বি। (সহাস্যে স্বগত) ওঃ! "ডুব দে জল খেলে একাদশীর বাপেও টের পায় না" উনি ও তাই মনে কর্‌চেন? (প্রকাশে) আপ্‌নি বে করেচেন্‌?

জী। (স্বগত) বে করি নি বল্লে আর ও খাতির কর্‌বে, এ দিকে দেখ্‌চে বড় লোকের ছেলে তায় আবার বে করিনি বল্লে, কেমন করে ভুলিয়ে রাখ্‌বে তারই চেষ্টা পাবে। সুতরাং বেস্তর খাতির কর্‌বে। (প্রকাশে) না গো, আমার বে হয় নি; আর দেশে ও যাব না।

বি। (স্বগত) তাই ত? হা! পুরুষ জাত কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর! দাসী বলে একবার মনেও করে না? আমিই উন্মাদিনী হয়েচি, কৈ নাথের ত কিছুই দেখ্‌চি নে? বরং নিষ্ঠুরতাই দেখা যাচ্চে! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও সমুদয় ভাব গোপন পূর্ব্বক প্রকাশে) তবেত আমার পক্ষে ভালই হয়েচে; আমি ও এম্‌নি পুরুষই চাই।

জী। এখন্‌ একটি গান কর ভাই! শুনি।

উ। আচ্ছা শুনুন।

রাগ মালকোষ—তাল তেওট।

অবাক হইনু হেরি তব আচরণ ;
বলহে তোমার একি উচিত কথন।
ফেলে এলে একাকিনী ভেবে মরি দিনু যামিনী
হয়ে শেষে উন্মাদিনী ত্যজিনু ভবন।
এ অধিনী দুখিনীরে ভাসাইয়ে দুখনীরে
দেখা নাহি দিলে ফিরে কিসেরি কারণ।

জী। বাঃ দিব্বি গানটি! তোমার সুর কি মিষ্টি!

উ। এখন আপ্‌নি একটি গান করুন।

জী। আমি ত গান জানি নে।

উ। কোল্‌কেতার লোকে গান জানে না এও কি কথা! একটা না গাইলে আপ্‌নাকে ছাড়ে কে?

জী। যদি একান্তই গাইতে হবে তবে শোন।

রাগিণী বাহার—তাল চিমে তেতালা।

বারে বারে মিছে কেন ভাব অকারণ ;
সুখান্তে দুখেরি ভোগ কে করে বারণ।

তুমি সদা ভাব যারে ভাবে যদি সে তোমারে
তবে সুখ পারাবারে হইতে মগন।
প্রেমের এমনি রীত ঘটে শেষে বিপরীত
সদা সুখে পুলকিত নাহি হেন জন।

তবে এখন চল্লেম্।

উ। (স্বগত)

প্রেম ফাঁসি দিলে গলে;
কার সাধ্য যায় চলে।

(প্রকাশে) আস্‌বেন ত ?

জী। অবিশ্যি আস্‌বো।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীধাম।

জীবন আসীন। চিন্তা।

কি হইল হায়! হায়! হইলেম অসহায়
ভেবে কিছু উপায় না পাই;
নাহিক এমন জন করে মোরে সম্ভাষণ
হায়! হায়! কোথাই বা যাই।

পড়িয়ে যাহার ভুলে বিসর্জ্জন দিনু মূলে
সে জন বা রহিল কোথায়;
হায়! কি প্রেমের দায় অনশনে প্রাণ যায়
মরি মরি হায়! হায়! হায়!

আহা! কয়েক্‌টা দিনের জন্যে এম্‌নি মত্ত হলেম্ যে, অল্পাদিনের মধ্যেই সমুদয় খোয়ালেম্! যা ছিল তা ত গ্যাছেই, তার পর আরও এক খানা খৎ লিখে দিয়েও টাকা ধার্ কর্‌লেম্! তাও গ্যাল। অনাহারে প্রাণ ওষ্ঠাগত! নিতান্ত নিরুপায় হয়েই অন্নপূর্ণার বাটীতে এসে দু বেলা আহার্ টা চালাচ্চি! হায়! আমার কপালে এতও ছিল! ধিক্! এ সুখে এত যাতনা! কি কষ্ট! কি কষ্ট! আঃ কি ছিলেম, কি হলেম্! লাঞ্ছনা গঞ্জনার একশেষ! কি করি, উপায় নেই! সময় মতে আহারটাও যোটে না! পর্‌বার্ কাপড় খানা পর্য্যন্ত নেই! এই ক টা দিনের মধ্যে এম্‌নি চেহারা হয়েচে যে, আমার জননীও দেখ্‌লে চিন্‌তে পারেন কি না সন্দেহ! কি করি, হে জগদীশ্বর! আমায় রক্ষা কর।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল কাওয়ালি।

রঙ্গরসে মহোল্লাসে মরি প্রাণ যায় ;
অসহায় ঘোর দায় করি কি উপায়।
ক্ষণসুখে দিয়ে মন খোয়াইনু সব ধন
কি হবে কি হবে গতি কে হবে সহায়।
জয় জয় বিশ্বময় সর্ব্ব জীবে দয়াময়
অনন্ত তোমার লীলা কে জানে তোমায়।
পাইলে চরণ তরি তবে ত এবার তরি
পাপে তনু জর জর নিস্তার আমায়।

(ক্ষণ বিলম্বে) হাঁ, সকাল বেলা যে ভৈরবীর কথা শুনেছি, না হয় এক বার সেখানেই যাই। দেখি, যদি ভৈরবীর কৃপা হয়, তবে হয় ত এ দুঃখ ঘুচ্‌তে পারে। (গমন) এই যে যথার্থই ভৈরবী যোগ সাধন কর্‌চেন। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।)

ভৈ। (স্বগত) আহা! সোনার বরণ এক কালে কালো হয়েচে! আঃ কি যাতনা! কি যাতনা! এ কষ্ট আর সহ্য হয় না? (গঙ্গার প্রণাম ছলে জীবনকে প্রণাম)

জী। (করযোড়ে রোদন।)

ভৈ। (স্বগত) লোকে কি বুঝে যে এই ক্ষণ-সুখে মত্ত হয়, তা আমি বুঝ্‌তে পারি নে। আহা! কি যাতনা! (নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক) তুমি কে? কি চাও? (জীবনকে রোদন করিতে দেখিয়া) হাঁ, আমি বুঝেছি, পাটনায় এক বেশ্যার আসক্তিতে তোমার এই দশা ঘটেচে! তা এখানে কেন?

জী। (রোদন।)

ভৈ। আচ্ছা, বল দেখিন্‌ তাতে তোমার কি সুখ হলো? এখন তোমার এমন্‌ দশাই বা হলো কেন? কৈ, সে ত আর এখন তোমায় জিজ্ঞেস্‌ও করে না! যখন টাকা ছিল, তখন তুমিও ছিলে, এখন তোমার টাকাও নেই, তুমিও নেই। তোমার এ দুর্দ্দশা ত সে মনের সুখে দেখ্‌চে! কৈ তার দ্বারা তোমার কি উপকার হলো? কেবল লাঞ্ছনা গঞ্জনা সার হলো! তোমার দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে!

জী। (সরোদনে) এমন কাজ আর কখনই কর্‌বো না। কৃপা করে এবার রক্ষে করুন্‌; নইলে এ প্রাণ আর্‌ রাখ্‌বো না, আপ্‌নার সাক্ষাতেই গঙ্গা স্রোতে ত্যাগ কর্‌বো।

বৈ। (স্বগত) তাও বিচিত্র নয়! যেরূপ অবস্থা, এর চেয়ে মরণও ভাল। (প্রকাশে) আচ্ছা সাবধান! এ বার তোমায় ক্ষমা কর্‌লেম্। আর কখনও এমন কাজ করো না, তা হলে আর রক্ষে থাক্‌বে না। যাও—ঐ বট্‌গাছ তলার দক্ষিণ পার্শ্বে মাটীর নীচে বিস্তর ধন পাবে; তাই নিয়ে কাশ্মীরে বাণিজ্য কর গে। কিন্তু সাবধান!

জী। (প্রণতি পূর্ব্বক) আজ্ঞে, আর কখনই এমন কর্ম্ম কর্‌বো না।

(প্রস্থান)

বৈ। সখি চতুরে! তোর গুণ্ আর দিতে পারি নে। এখন কি স্থির কর্‌লে?

চ। চল; এখন কাশ্মীরে যাই।

বৈ। হাঁ, তাই ভাল।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশ্মীর।

উন্মাদিনী ও মল্লিকা আসীনা।

চতুরার প্রবেশ।

উ। (সহর্ষে) সত্যি?

চ। সত্যি।

উ। কি বল্লেন্; তোমায় চিন্‌তে পার্‌লেন?

চ। এমন হিন্দুস্থানীর বেশ ধরেছি! এ চিন্‌তে পারা কিছু শক্ত কথা!

উ। তা, এখন কি কর্‌বে ঠাউরেছ?

চ। তিনি সন্ধ্যের সময় আস্‌বার্ কথা বলেছেন। বোধ হচ্চে, এলেন্ বলে।

উ। ভাই! এবারেই বা সর্ব্বনাশ ঘটে!

চ। কেন? তুমি যে কোণের বৌ হয়ে থাক্‌বে; তা তোমায় চিন্‌বেন্ কি করে? আমরা যে বেশ ধরেচি, এও চিন্‌তে পার্‌বেন্ না।

উ। আচ্ছা ভাই হলো। তার পর?

চ। তার পর আর্ কি, তোমার সঙ্গে তাঁর

গোপনে মিলন করে দেবো, যেমন গেরস্ত বাড়ীতে সচরাচর ঘটে থাকে।

উ। ভাই! তুই ধন্যি! এত শিখ্‌লি কো-থ্যেকে?

চ। জামাই বাবু আমাকে জিজ্ঞেসা কর্‌লেন, "তোমাদের গিন্নির বয়েস্ কত" আমি বল্লেম "গিন্নি এই ষোলয় পা দিয়েচেন"। তার পর অনেক কথা হলো। ওগো বলি—

আমি যদি পাতি ফাঁদ,
ধরে দিতে পারি চাঁদ।

তর পর শেষকালে আমাকে এই দুটি আংটি দিয়ে বল্লেন "আমি সন্ধ্যের সময় যাব এখন"।

উ। যা হোক্ ভাই! তুমি ছিলে তাই রক্ষে, নইলে এই যৌবন কালটা মাঠে মারা যেতো। "আম্ ফুরুলে আমশী, যৌবন ফুরুলে কাঁদ্‌তে বসি" আমার ও তাই ঘট্‌তো।

[জীবনের প্রবেশ।

চ। (উত্থান পূর্ব্বক) আসুন, এই আপ্‌নারই কথা হচ্ছিল।

(উপবেশন)

জী। (স্বগত) বাঃ কি মধুর হাসি! ইচ্ছে হচ্চে ঐ হাসিটি অম্‌নি মুখের ভেতর পুরে রাখি! ওঃ! পাটনায় যে বিলাসিনীকে দেখেছি, ইনি তার চেয়ে ও সুন্দরী। (প্রকাশে, উন্মাদিনীর প্রতি) সুন্দরি! তোমাদের এ কি অবিচার! সবাই চুপ হয়ে রইলে যে?

উ। মশাই! আপ্‌নি বড় চালাক চোর! এরই মধ্যে কেমন করে আমার মন টা চুরি কর্‌লেন্, কিছুতেই টের পেলেম্ না; যখন আমার মনই চুরি গ্যাছে, তখন পদে পদেই ভ্রম হতে পারে; ক্ষমা কর্‌বেন।

জী। বিনোদিনি! তুমি যে আড়্ চোকে তাকাচ্চো আর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌চো, এতে তোমাকে ক্ষমা কর্‌তে পারি নে।

চ। ওগো! রাত্ ঢের্ হয়েচে, এখন ক্যাস্ত দেও।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাশ্মীর।

উন্মাদিনীর আবাস বাটী।

নেপথ্যে—সঙ্গীত।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস—তাল আড়া ঠেকা।

শুভ উষা আগমন ;
বঁধু বিনে কুমুদিনী মুদিল নয়ন।
তপন উদিছে প্রমোদে ভাসিছে
কমলে কমল দল ;
চক্রবাকে চক্রবাকী নিরখি হইছে সুখী (মন)
বল কিসেরি কারণ তুমি হে এখন
ঘুমে আছ অচেতন।

উন্মাদিনী, ও চতুরা আসীনা এবং মল্লিকার প্রবেশ।

উ। কৈ নৌক হয়েচে ?

ম। হ্যাঁ, নৌকতে প্রায় সব জিনিসই তোলা হয়েচে ; এখন্ ইদিক্কের কাজটা গুচিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লেই হয়।

উ। দেখো ভাই! মল্লিকে! খুব্ সাবধান হয়ে কাজ করো কিন্তু।

ম। তাতে আর তোমার কোন ভয় নেই; আমি এখন তৈয়ের হই গে, তোমরা দুজনাই বেজার হয়ে বসে থাক।

চ। যা হোক্, মল্লিকে! এক দিনের তরে সখীর সোয়ামি হয়ে নিলি।

(সকলের হাস্য।

(মল্লিকার প্রস্থান ও জীবনের প্রবেশ)

জী। (ক্ষণ বিলম্বে) ওগো! আজ্ অতো বেজার কেন?

চ। তা শুনে আপ্নার কি হবে?

জী। (ব্যগ্রভাবে) না বল কি হয়েচে!

চ। কাল্ আপ্নি আসেন্ নি কেন?

জী। বড্ড অসুখ হয়েছিল তাই আস্তে পারি নি।

চ। তা যাক্; আপ্নি বিদেশী, আজ আছেন কাল্ নেই; আপ্নি গন্ধবেণে, আমরা মোছলমান, আপনার সঙ্গে আমাদের সাজ্বে কেন? বিশেষ আমাদের গিন্নি গর্ভবতী হয়েচেন্;

কাজি সাহেব এর কোন সন্ধান পেলে, রক্ষে থাক্‌বে না।

জী। (স্বগত) এরা মুসলমান্‌! হ্যাঁ তাই ত! কিন্তু এরকম বেশ ত আর কখন দেখি নি! আচ্ছা তাই বা হলো, তায় ক্ষতিই বা কি? আমি ত আর ওদের সঙ্গে খাই দাই নে, যে জাত্‌ গিয়েচে। (প্রকাশে) ওগো! তোমরা মুসলমান্‌, তাতেই বা কি? "নাচ্‌তে এসে ঘোম্‌টার দরকার্‌ কি"? আর এও বল্‌চি আমি আর দেশে যাব না।

চ। আপ্‌নাকে দে বিশ্বেস্‌ কি? তবে একথা মানি, যদি আমাদের গিন্নির সঙ্গে খানা খান।

জী। (স্বগত) এবারেই মজিয়েচে! শেষ কালে জাত্‌টে পর্য্যন্ত দিতে হলো! হায়! এখন করি কি! (চিন্তা) যখন এখানে যাওয়া আসা কর্‌চি, তখনি ত জাত গ্যাছে; আর হলোই বা; বিদেশে কে কি কর্‌বে? (প্রকাশে) ধনি! তোমাদের যা ইচ্ছে কর; আমি কখনই তোমাদের খাতির ছাড়াতে পার্‌বো না।

চ। তবে, যাই আমি খানা তৈয়ের করি গে।

(প্রস্থান)

উ। আসুন তবে কল্মা পড়াই।

জী। কল্মা কেন?

উ। কল্মা না পড়্‌লে আপনাকে দে বিশ্বেস্ নেই। কাছা খুলে পশ্চিম মুখো হন।

জী। আচ্ছা বাবু! তোমাদের যেমন ইচ্ছে।

(কাছা খুলে পশ্চিম মুখো হওন)

উ। পড়ুন তবে—

জী। "তোবা করম্ব তোবা করম্ব ইয়া মহম্মদ রছুলেল্লা,
বাতো মস্তম্ বাতো মস্তম্ ইয়া মহম্মদ রছুলেল্লা।
জাত্ আপ্‌নেকি ছোড়া ম্যায় ইয়া খোদা;
বিবিকো হাম্ পর খুসী করো ইয়া মহম্মদ রছুলেল্লা।
যেত্‌না রূপেয়া থা মেরা পাছ সব ওস্ গ্যায়া;
তওভি ওছ্‌কো না পায়া ম্যায় ইয়া মহম্মদ রছুলেল্লা।
জাত্‌কো বরবাদ্ দেকের্ মেল্ গ্যায়া ইয়া কাম্ মে;
তওভি হ্যায়্ নারাজ বিবি ইয়া মহম্মদ রছুলেল্লা।
যব্ তক্ হাম্ জেন্দা রহোঁ বিবিকি খেদ্‌মতে রহোঁ।
বছ্ কছম্ কর্‌কে কঁহো ম্যায় ইয়া মহম্মদ্ রছুলেল্লা।"

ইয়া খোদা তোবা তোবা।

(চতুরার প্রবেশ)

উ। কি লো! সব্ তৈয়ের হলো?

চ। সবই হয়েচে; আমি মেজের উপর্ সব্ সাজিয়ে রেখে এলেম্।

উ। "উঠিয়ে মিয়া জি! জেরা মেহের্বাণী কিজে, খানা পানী তামাম্ মজুত হ্যায়"।

জী। (স্বগত) হিন্দু হয়ে যবনের খানা খেতে হলো! ছি! ছি! কি লজ্জা!

(কাজি সাহেবের বেশে মল্লিকার প্রবেশ)

হায়! এ কি! প্রাণটা গেল আর কি! আজ্‌কে বাঁচ্‌লেই বাঁচ্‌লেম্।

(সত্রাসে ভৈরবীর স্মরণ)

কাজি। (জীবনের প্রতি) আবে চোট্রা! তোম্ কোন্ হ্যায়? আও তোম্‌কো মালুম্ কর্‌দেগা; মেরা জরুকা সাৎ যেছা বুরা কাম্ কিয়া উছ্‌ছে ছক্ত শাজা দে দেঙ্গে। তোম্ হাম্ কো পছান্তা নেই? আব্ তেরা জান গ্যায়া। (উন্মাদিনীর প্রতি) আও কাম্‌বাদি! তোম্‌কো দো-চাক্ করেঙ্গে; বাঙ্গালিছে কেছা দোস্তি কিয়া আবি দেখ্‌লেঙ্গে। (চতুরার প্রতি) ক্যাঁও বাঁদি! মেরা নেমক্ খাকে এছা কাম্‌বাদি? তোমারা বদ্

ছলামেই ত এ হুয়া; আও তোমারা ছির ত আগাড়ি লেঙ্গে।

(উন্মাদিনী ও চতুরার প্রস্থান)

জী। (স্বগত) হায়! হায়! এবারে আর বাঁচলেম্ না! যবন বেটার্ হাতে প্রাণ্ টা গেল!

হায় রে একি বিষম দায়!
প্রেমের লাগি জীবন যায়!

(ভৈরবীর স্মরণ)

কাজি। আও চোট্রা আও।

জী। ধিক্! লম্পটতায় ধিক্!

নেপথ্যে—সঙ্গীত।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

আ মরি প্রেমের লাগি বুঝি প্রাণ যায় রে;
বিদেশে বিপাকে এবে কে হবে সহায় রে;
হায় কি প্রেমের দায় মরি মরি হায়! হায়!
যে দুখে দহিছে প্রাণ বলিব কাহায় রে।

(সওদাগর বেশে উন্মাদিনীর এবং মোসাহেব বেশে চতুরার প্রবেশ)

কাজি। আও দোস্ত্ আও (উত্থান ও উপবেশন)

স। মর্‌জি আচ্ছি হ্যায়? (জীবনকে লক্ষ্য করিয়া) এ আদ্‌মি কোন্ হ্যায়?

কাজি। কাল্ রাত্ মে আয়কে সব্ চিজ্‌বজ্ লে কে ভাগ্ যাতাথা। আবি উছ্‌কো কাট্ ডালেগা।

স। ওঃ! উছি বাত্ আচ্ছি নেই; হামারা সাৎ দো; হাম্ উছ্‌কো হুজুর মে দে দেগা, ওমর্ ভর্ কয়েদ্ রহে গা।

কাজি। দোস্ত্! ইয়া বাত্ আচ্ছি হ্যায়। আপ্ উছ্‌কো লে যাও।

(মাঝিদিগকে ইঙ্গিত মাত্র নৌকায় লইয়া গমন)

চ। আয় মল্লিকে! তোকে ধরণীধর সিং সাজিয়ে দি।

(বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তরি আরোহণ)

জী। (সওদাগরের প্রতি) দোহাই মহারাজ! আমাকে রক্ষা করুন্। এমন কর্ম্ম কখন কর্ব্বো না— এবার্ টা রক্ষা করুন্।

(রোদন)

স। ওহে! তুমি যখন চোর, তখন কি আর ভাল মানুষ হয়ে থাক্‌তে পার্‌বে?

জী। (যোড়হস্তে) আজ্ঞে দোহাই আপনার! এবার্ টা রক্ষা করুন্!

স। আচ্ছা যাও, এবার ক্ষমা কর্লেম, এমন কাজ্ আর কখনও করো না। আচ্ছা তোমার নামটি কি?

জী। (স্বগত) নাম্টা বদ্লে ফেলি। (প্রকাশে) আজ্ঞে আমার নাম্ ভজহরি।

স। (স্বগত) যা হোক্ এপর্য্যন্ত সুখেই কাটান গেল; কিন্তু পুরুষ জাত্ কি বেহায়া! এত নাকাল হয়েও শিক্ষে পায় না!

কর্ণধার। কত্তা মোশায়! উলুবেড়ের ঘাটে লৌকা লাগিছে।

চ। আচ্ছা, নৌক রাখ। দেখ ভজহরি! আমরা এখন শ্বশুর বাড়ী চল্লেম্, তুমি সাব্ধানে নৌকয় থাক্বে। আমাদের আস্তে কয়েক দিন দেরি হবে। (কর্ণধারের প্রতি) দেখ মাঝি! ভজহরি নৌকায় রৈল, তোমরা এর কথামত চল্বে।

কর্ণ। যে আজ্ঞে।

উ। (স্বগত) এখন বাড়ী গে ত ঠিক হয়ে বসি। (জনান্তিকে চতুরার প্রতি) চল ভাই!

শিগ্গির চল; নইলে টের্ পেলে আর রক্ষে থাক্‌বে না।

(সকলের প্রস্থান)

জী। (চিন্তা) যাঃ আমি ত ভারি নির্ব্বোধের মত কাজ্‌টা কর্‌চি! এরা যে কোথায় গ্যাল, তার ত ঠিক্ নেই; তবে বাড়ীর কাছে এসে কেন বসে আছি? এখানে আর কারই বা ভয়? (কর্ণধারের প্রতি) ওহে মাঝি! এখানে আর কতকাল বসে থাক্‌বে? চল, সওদাগর মশায়ের বাড়ী মেদিনীপুর, সেখানেই যাই; সব জিনিস-পত্র গুচিয়ে রাখি গে।

কর্ণ। ই কতা ভাল কয়িছ। তবে তাই পরামিশের কতা।

(মেদিনীপুরে গমন)

এই ল্যাও, ভজহরি! মেদ্‌নিপুরে ত এইলাম্।

জী। ওহে! একেবারে ঠিকই এসে পড়েছ যে! এ ঘাটই বটে। তবে চল, জিনিস পত্র নে চল।

(বাটীতে প্রবেশ)

বিদে। বাছা! আমার এয়েছ! মা বলে

কি তোমার মনে আছে? দ্যাখ বাবা! ভেবে ভেবে আহার নিদ্রে ত্যাগ করে আছি। যাদু আমার একেবারে শুকিয়ে গ্যাছে গো!

বিনোদ। কেমন বাবা! কি রকম গোছ্ গাছ্ হলো?

জী। বাবা! এই প্রথম কি না? এবার তেমন জ্যাদা লাভ কর্‌তে পারি নি।

(কর্ণধারের প্রবেশ)

ক। ওহে! সবই তোলা গ্যাল; এখন মোরা চল্লাম্।

জী। (স্বগত) বেটারা দেখ্‌চি সর্ব্বনাশ কর্‌বার্ গোছ্ টা করেচে! ভাগ্‌গি এখনও ভজ-হরি বলে ডাকে নি। (প্রকাশে) এসো গে।

(প্রস্থান)

(চিন্তা) যা হোক্, শেষ কালটায় বড্ড মজাই কর্‌লেম্! মনের মত সুখও কর্‌লেম্, বাণিজ্যও কর্‌লেম্, আবার মূলধনের দ্বিগুণ নে বাড়ীও এলেম্! সে দিকেও লাঞ্ছনা গঞ্জনার একশেষ! অনাহারে প্রাণ যায় যায়! জাত্ গেল! বাঁধা পড়্‌লেম্! তা যাক্ আর ত কেউ জানে না।

যাই এখন প্রিয়াকে বাড়ীতে নে আসি গে। মার কাছে বলেছি, তারা অন্য নৌকায় আস্‌চে।

(গমন ও চাবি খুলিয়া বাটীতে প্রবেশ)

চ। (সহাস্যে) এই যে জামাই বাবু! আস্‌তে আজ্ঞে হোক্। এ কি! আকাশের চাঁদ যে ভূমে! হোক্, হোক্, তবু ভাল, আমাদের বলে যে মনে আছে তাই ভাল।

জী। করি কি! কাজকর্ম্মেই ব্যস্ত ছিলেম্। যাক্, এখন প্রাণেশ্বরী কোথা?

চ। তিনি ঐ ঘরে আছেন; বোধ হচ্চে শিগ্‌গিরি ছেলের বাপ হবেন।

জী। সাধে কি তোমার নাম চতুরা! (গমন ও উন্মাদিনীকে গর্ভবতী দর্শন করিয়া স্বগত) এ কি! এ যে অদ্ভুত কাণ্ড! (শুষ্ককণ্ঠে নিরীক্ষণ ও প্রকাশে) অয়ি! কুলকলঙ্কিনি! এই কি তোর্ ধর্ম্ম কর্ম্ম? এই কি তোর্ সরল ব্যবহার? এই কি তোর্ স্বামিভক্তি? অয়ি দুর্ব্বিনীতে! এই অকলঙ্ক কুলে কালী দিলি! তোর কি কুহক্! আমি তোর্ কপট ব্যবহারেই মুগ্ধ ছিলেম্! আমি সুশীতল ছায়া প্রাপ্তির

জন্য যে তরুতল আশ্রয় কর্‌লেম্, সেই তরুই নির্দ্দয় ভাবে বজ্রের ন্যায় আমার মস্তকে পতিত হইল! হায়! চক্ষে পথ দেখ্‌ছিনে! শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া গ্যাল! হায়! দেহ পিঞ্জরস্থ প্রাণবিহঙ্গের গলে, এই পাপীয়সীর প্রেমহার কত যত্নেই ধারণ করেছিলেম্, কিন্তু এক্ষণে সেই হার কাল বিষধর হয়ে আমাকে দংশন করিল! আমি দুধ্‌কলা দিয়ে কাল সাপ পুষেছিলেম্! পিশাচীর কি কুহক! আমি ইহার কুহকেই আত্মজীবন দান করেছিলেম্! আমার হৃদয় জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ হচ্চে! চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হচ্চে! শরীর অবশ হলো! হায়! চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখ্‌ছি! পৃথিবী যেন উল্‌টিয়া পড়্‌ছে! জীবন ধড়্‌ফড়্ কর্‌চে! এক্ষণে উপায় কি? এই কুল কলঙ্কিনীর বধ সাধন করিয়াই এ জীবন পরিত্যাগ কর্‌ব। হায়! অকরুণ বিধি! তোর্ কি নিদারুণ বিধি! আমার কপালে কি এতও লিখেছিলি! (সচকিতে) আঃ এ আবার কি? আমার প্রাণ কাঁদ্‌চে কেন? আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি? না—তাই বা কেমন করে? এই যে সম্মুখেই

কুলরাক্ষসীকে গর্ভবতী দেখ্‌চি! হে বিধাতঃ! তোমার ছলনার কি সময় নেই? তুমি সেই কাশ্মীরেই কেন আমার জীবন হরণ না কর্‌লে? তোমার মনে কি এতই ছিল? ওঃ প্রাণ যে আর ধৈর্য্য ধরে না! এখন মৃত্যু হলেই এ যাতনা হতে রক্ষে পাই! হায় ব্যভিচারিণীর বদন দর্শন মাত্রেই প্রাণ্ থর্ থর্ করে কাঁপ্‌চে! দাব-দাহের ন্যায় আমার হৃদয়-কানন একেবারে দগ্ধ করিয়া ফেলিল! রে! নিঠুর প্রাণ! কি সুখে আর এই পাপ দেহে আছিস্? আজি হতে সংসারের সুখ সম্পত্তি, আশা ভরসা, পরিত্যাগ কর্। দুশ্চা-রিণীর অন্তরে গরল, ইহা আমি জান্‌তেম্ না! প্রণয় সম্ভাষেই মুগ্ধ ছিলেম্! ধিক্! ধিক্! এরূপ প্রণয়ে ধিক্! সুযোগ পাইলে এদ্দিনে আমাকে সংহার করিয়া ফেলিত! ব্যভিচারিণীদের দ্বারা প্রাণের কিছু মাত্র বিশ্বাস্ নেই। এরূপ স্ত্রীকে লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। যাই, আমি স্বহস্তে ইহার বধসাধন কর্‌বো।

(বাটীমুখে গমন)

উ। সখি! এখন উপায় কি? আর রক্ষে নেই—

বল্‌ লো চতুরা সখি কি করি উপায় লো,
ওলো কি করি উপায় ;
অপঘাতে এই বার পরাণ বা যায় লো
সখি ! পরাণ বা যায়।
কেন মাটি খাইলেম ছাড়ি লাজ ভয় লো
ওলো ছাড়ি লাজ ভয় ;
আগে ত নাহিক জানি তাতে এই হয় লো,
সখি ! তাতে এই হয়।
হায় ! হায় ! একি দায় ঘটিল আমার লো,
ওলো ঘটিল আমার,
আই ! আই ! মরি ! মরি ! কি করি ইহার লো,
সখি ! কি করি ইহার।
বল্‌ সখি ! বল্‌ সখি ! উপায় কি করি লো,
ওলো উপায় কি করি,
কার কাছে কোথা যাই বল কিসে তরি লো
সখি। বল্‌ কিসে তরি।

চ। তা সখি ! অতো ভাব্‌চো কেন ? সেই তুমি, সেই আমি, সেই মল্লিকে আর সেই ভজাই ত ? তুমি দেখ ; এই আমি চল্লেম্‌।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিনোদ সিংহের বাটীর বহির্ভাগ।

জীবনের দ্রুতগমন ও পাটনার বিলাসিনীর দাসীবেশে চতুরার প্রবেশ।

জী। (স্বগত) এক বিপদে আর এক বিপদ! এ আবার কোত্থেকে?

চ। (প্রণতি পূর্ব্বক) তাই ত মশাই! আপ্‌নি কেমন ভদ্দর্ লোক? টাকা না দিয়ে কি বলে পালিয়ে এলেন? এই খত্ এনেছি টাকা দিন্।

জী। (শুষ্ককণ্ঠে) কাজের গতিকে তাড়াতাড়ি আস্‌তে হলো, করি কি! আর আমি সর্ব্বদাই ভাবি "এ কাজটা বড় ভাল করি নি"।

চ। মশাই! অতো ভাল্‌মান্‌ষির কাজ নেই। হয় টাকা দিন্, নইলে আপনার বাবার কাছে বল্‌বো, নয় ত সদরে নালীশ করে টাকা আদায় কর্‌বো।

জী। ওগো বাছা! তুমি পাটনায় যাও, আমিও শিগ্‌গিরই সেখানে যাব।

চ। ওগো আপনার আর সেখানে গে কাজ নেই; টাকার জোগাড় করুন্, আমি ফিরে আবার এখুনি আস্‌চি।

(প্রস্থান)

জী। বাপ্ রে বাপ্! বেটি একেবারে সার্-বার্ গোছ্ করেছে! এখন কোথ্যেকে টাকা দি?

[ধরণীধর বেশে মল্লিকার প্রবেশ)

(ধরণীকে দেখিয়া স্বগত) এবার আর রক্ষে নেই; মারা গ্যাছি আর কি!

ধ। কি হে ভজহরি! ব্যাপার্ খানা কি? ও দিক্কের্ খবর কিছু রাখ? সদরে নালীশ হয়েছে যে? তোমার তলব্ পড়েচে, চল! (ক্ষণ বিলম্বে) কি হে কথা নেই যে? তখন মনে ছিল না? এখন আর ভাব্‌লে কি হবে? চল।

(হস্ত ধারণ)

জী। (রোদন)

ধ। ওহে ভজহরি! এক কাজ্ কর, আজ্ কর্ত্তা ভারি চটে আছেন, আজ্ আর তোমার

যেয়ে কাজ নেই; কাল্ সব্ জিনিস্ পত্র নে যেয়ো, আমরা হাতে পায়ে ধরে দেখ্‌বো।

জী। (ব্যগ্রভাবে) তবে তাই ভাল, আমি কালই সব্ নে যাব। আর আমার ত কোন দোষ নেই, সেখানে যে চোরের ভয়! এত জিনিস্‌পত্র নে কি থাকা যায়?

ধ। তবে তাই ভাল; এখন আসি গে।

(প্রস্থান)

জী। (সঙ্গীতচ্ছলে দুঃখ প্রকাশ)

মরি হায়! দুখ কব কারে,
হায় কি বিষম দায় ভেবে ভেবে প্রাণ যায়
হয়েছে আমার দফা রফা এই বারে।
দুখে আজ বুক ফেটে যায়,
উপায় নাহিক আর প্রাণে বাঁচা হলো ভার
ঠেকেছি বিষম দা[illegible]রি হায়—

(কাশ্মীরের মোগলানী বেশে উন্মাদিনীর প্রবেশ)

(সত্রাসে) এ আবার কে? সেই মোগলানী নয়? হয়েছে আর কি! এবারেই সেরেচে! আজ্‌কেই মারা গেলেম্ আর কি! বুদ্ধি শুদ্ধি ত সবই গ্যাছে. প্রাণে মাত্র বেঁচে ছিলেম্, তাও আর থাক্‌তে হলো না! (প্রকাশে) প্রিয়ে!

কোথ্যেকে এলে? কি হয়েচে? অমন্ দেখ্‌চি কেন?

উ। আর হবে কি! তোমার সহবাসে আমার গর্ভ হয়েছে জেনে, কাজি সাহেব বাড়ী হতে বার্ করে দিয়েচেন্। সাত পাঁচ ভেবেই এখানে এলেম্, এখন আমাকে নে ঘরকন্না কর।

জী। (স্বগত) একেবারে অবাক্ কল্লে রে! অবাক্ কল্লে! (প্রকাশে) ধনি! স্থির হও।

উ। স্থির হব কি? স্থির কর।

জী। প্রিয়ে! তোমাকে বেস্তর টাকা দিচ্চি, তাই নে অন্য এক স্থানে থাক গে; আমি মাঝে মাঝে তত্ত্ব কর্‌বো। তুমি মুসলমান, তোমাকে নে থাক্‌তে গেলে আমার জাত্‌মান্ সবই যাবে।

উ। না, তা হবে না; তা—

[দাসী বেশে চতুরার প্রবেশ।

জী। (স্বগত) হয়েছে আর কি! একেবারেই মারা গ্যাছি!

চ। কৈ গো! টাকা কোথা?

[ধরণীধরের প্রবেশ।

জী। (স্বগত) এ বারেই মজিয়েছে!

ধ। না হে ভজহরি! তোমার রক্ষে নেই; চল (হস্ত ধারণ) কর্ত্তা ভারি চটেচেন।

চ। কৈ মশাই? ভাব্‌চেন কি? তবে না বলেছিলেন্ আপ্‌নার বাড়ী কোল্‌কেতা!

উ। (জীবনের বস্ত্র ধারণ করিয়া) তুমি আমাকে ছাড়াতে পার্‌বে না; আমাকে নে তোমার অন্দরে চল। (বস্ত্রাকর্ষণ)

জী। (স্বগত) হায়! প্রাণটা গ্যাল আর্ কি! তিন দিক্ হতে তিন্ জনা টান্‌ছে, কি করি!

ধ। ওহে ভজহরি! একেবারে এত কাণ্ড করে বসেছ? (সকলের হাস্য) এখন বলি শোন; এই যে মোগলানী দেখ্‌চো ইনিই উন্মাদিনী—এই আমরা চতুরা ও মল্লিকা।

জী। (উপহাস বোধে) মশাই! আর কেন আমায় ছলনা কর্‌চেন?

উ। (বেশ পরিবর্ত্তন ও চরণ ধারণ পূর্ব্বক) নাথ! আমিই আপনার অভাগিনী দাসী উন্মাদিনী। নাথ! আমার সমুদয় দোষ মাপ করুন্।

জী। (সাদরে) প্রিয়ে! উঠ, ভয় নেই। (ক্ষণ বিলম্বে) তবে তোমাদের ত বড়্ড বাহাদুরী!

ধন্যি তোমাদের সাহস! (স্বগত) এরা ত তবে আমায় একেবারে অপ্রস্তুত করেচে দেখ্‌চি! তা যাক্, এ কথার আলাপে আর কাজ নেই।

উ। নাথ! একবার পাটনা ও কাশ্মীরের অবস্থা মনে করে দেখুন দেখি?

কি জঘন্য লম্পটতা মরি হায় হায়!
কত না যাতনা দায় ঘটে পায় পায়।
নষ্ট হয় ধনমান অপমান সার;
রোগ শোক লোভ মোহে বুদ্ধির বিকার।
জীর্ণ বস্ত্র শীর্ণ দেহ দীনতা লক্ষণ;
অনায়াসে আসে তায় দিতে আলিঙ্গন।
পাপ পথে মতি গতি অসুখী নিয়ত;
ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রাণ ওষ্ঠাগত।
দেখুন্ না প্রাণনাথ ভেবে একবার,
কি অসুখে কত দিন গত আপনার।
পূর্ব্বে আপনার বুদ্ধি আছিল কেমন,
কেন হেন অবনতি হেরিছি এখন।
কোথা সেই উচ্চ উচ্চ ভাব সমুদয়?
কোথায় এখন দয়া গাম্ভীর্য্য বিনয়?
গণিকার ফাঁদে নাথ পড়িলে তথায়;
বিদেশে বিপাকে তবে কি হতো উপায়?

লাম্পট্যে যতেক দোষ ঘটে অবিরত ;
লম্পটের কাছে তাহা কহিব বা কত ।

আরও দেখুন্

বিশ্বাস ঘাতক নাকি পুরুষ যেমন ;
নারী কি তেমন কভু নারী কি তেমন,
ভাবিয়ে দেখুন্ নাথ নিজ আচরণ ;
বিশ্বাস ঘাতক হন আপনি কেমন !

নেপথ্যে সঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

ভাবিয়ে দেখরে সকলি অসার ;
বিনে সে অভয়পদ করুণা আধার ;
বিষয় ভীষণ বনে ভ্রমিতেছ অকারণে
হায় কি বিষম ভ্রমে আছ অনিবার।
ভাই বন্ধু পরিবার যাহা ভাব আপনার
সময়ে তাহারা সঙ্গ না রবে তোমার।
তাই বলি জনগণ ভাব সত্য সনাতন
সংসার সন্তাপে যিনি করেন নিস্তার।

যবনিকা পতন।